হে মানব্! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভু হইতে সত্য সমভিব্যাহারে রসুল আসিয়াছেন, অতএব তোমরা তাঁহাকে গ্রহণ কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে।

কোরান শরীফ, সুরা নেসা।

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য যখন আল্লাহ্ ও রসুল তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তোমরা তাঁহাদের আহ্বানে সাড়া দাও।

কোরান শরীফ, সুরা আন্‌ফাল্।

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহ্‌মদীয়া আঞ্জোমনের মুখপত্র

১৫ই জুলাই, ১৯৩৮ | অষ্টম বর্ষ | দ্বাদশ সংখ্যা

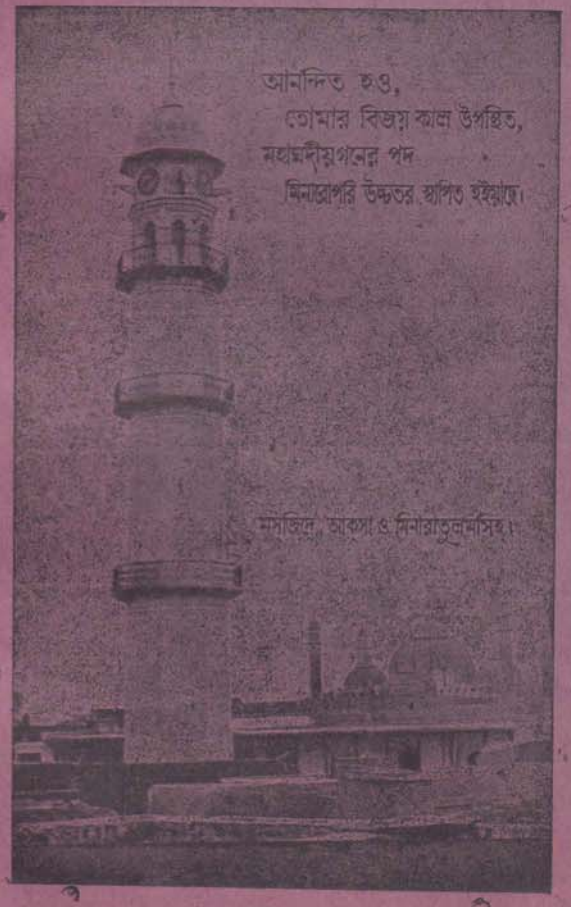

(কাদিয়ান)

'এ-লান'

"বর্ত্তমানকালে আল্লাহ্ তা'লা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সংবদ্ধ করিয়াছেন। ধর্ম্মের উন্নতি সর্ব্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংবদ্ধ করিয়া থাকেন। অতএব যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে সেই বিজয় লাভ করিবে, এবং যে অমান্য করিবে সেই পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্ত্তী হইবে তাহার জন্য খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে, এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে তাহার প্রতি খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—আমীরুল্ মোমেনীন হজরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আইঃ)।

সম্পাদক—আবদুর রহ্‌মান খাঁ, বি-এ, বি-এল।

বার্ষিক চাঁদা ৩৲ | প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রবন্ধসূচী

১। দোয়া ২৭৯
২। হজরত রসুল করীমের (সাঃ) কতিপয় হাদীস ২৮০—৮১
৩। হজরত মসিহ্ মাওউদের (আঃ) অমৃত বাণী ২৮২—৮৩
৪। ৩১শে জুলাই তাহরিক জদীদের জলসা কর ২৮৩—৮৭
৫। 'ইয়াজু' 'মাজুজ' ও আহমদীয়া জমাত ২৮৮—৯৫
৬। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব ... ২৯৬
৭। বাঙ্গালার আহ্মদী মহিলাগণের খেদমতে নিবেদন ২৯৭
৮। জগৎ আমাদের :— ... ২৯৮—৯৯
বিদেশীয় সংবাদ—লণ্ডন, আফ্রিকা, আমেরিকা
দেশীয় সংবাদ—কাদীয়ান শরীফ, প্রাদেশিক আমীর, জেনারেল সেক্রেটারী, মোবাল্লেগীন, প্রাপ্তিসংবাদ, ভাতৃবর আহ্মদীয়া কন্‌ফারেন্স ও তাহরীক জদীদের জলসা।

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্ সানির (আইঃ)

আদেশ

আগামী ৩১শে জুলাই রবিবার দিবস

তাহরীক জদীদের সভা

সর্ব্বত্র বিরাট আয়োজনে করিতে

প্রস্তুত হউন ! প্রস্তুত হউন !!

হজরত উম্মোল-মোমেনীদের অনুরোধ

হজরত উম্মোল-মোমেনীন (মদঃ), হজরত খলিফাতুল-মসিহ সানির (আইঃ) জেষ্ঠপুত্র হাফেজ মীরজা নাসের আহমদ বি-এ সাহেবের ও হজরত মীরজা বশীর আহমদ এম-এ সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র সাহেবজাদা মীরজা মোজাফর আহমদ সাহেব বি-এ সাহেবের স্বাস্থ্য, পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা ও লণ্ডন হইতে নিরাপদে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য বিশেষ ভাবে দোয়া করিতে সমস্ত আহমদী ভ্রাতাভগ্নিগণকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। আশা করি, বাঙ্গালার সকল আহমদী ভ্রাতাভগ্নিগণ তাঁহাদের জন্য বিশেষ ভাবে দোয়া করিবেন।

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

অষ্টম বর্ষ | ১৫ই জুলাই, ১৯৩৮ | দ্বাদশ সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

দোয়া

"قوا انفسكم و اهليكم نارا" (কোরান)

হে প্রভো! তুমি আমাদিগকে তোমার যাবতীয় গুণাবলীর প্রতীক করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছ। তোমার অন্যতম প্রধান গুণ 'রবুবীয়ত' - অর্থাৎ প্রতিপালন করা, বা গড়িয়া তোলা। আমাদিগকে তোমার এই মহান গুণের প্রতীক করিবার উদ্দেশ্যে তুমি আমাদিগকে 'আহ্‌ল' বা পরিবার প্রদান করতঃ বলিয়াছ—قوا انفسكم و اهليكم نارا—কেবল নিজকে রক্ষা করিলেই চলিবে না, পরিবারবর্গকেও রক্ষা করিতে হইবে—অন্য কথায়, তাহাদের শারীরিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি মনোযোগী হইতে হইবে এবং তাহাদের 'তরবীয়তের' যথোচিত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

তোমার এই বাণীর প্রতিধ্বনি করিয়াই তোমার প্রিয়তম রসুল হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ) বলিয়াছেন—

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

—"তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থলে এক এক জন বাদ্‌শাহ্‌ এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থ প্রজাগণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে।" অর্থাৎ পিতা, মাতা, শিক্ষক, মনিব বা প্রেসিডেণ্ট ইত্যাদি রূপে আমরা যে যেখানে আছি আমাদের প্রত্যেকের উপরই নিজ নিজ অধীনস্থ ব্যক্তিগণের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত আছে।

তাই আজ তোমার এবং তোমার রসুলের (সাঃ) 'মোবারক' বাণীর মর্ম্মানুসারেই তোমারই নিয়োজিত খলিফা আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ নিজ সন্তান সন্ততি, স্ত্রী পুত্র বা অধীনস্থ লোকগণের 'তরবীয়ত'—অর্থাৎ, ধর্ম্ম-শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের জন্য তাকিদ করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি আজ "তাহরিক-জদীদ" প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এবং "খোদ্দামুল-আহমদীয়া" সমিতি গঠন করিয়াছেন—যেন আমরা আজ স্ত্রী পুরুষ, বালক বলিকা সকলে এক নব প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া জীবনকে ইসলামের সমুদয় কল্যাণময় শিক্ষা অনুযায়ী গড়িয়া তুলিতে পারি এবং 'ইয়াজুজ মাজুজ'—অর্থাৎ, যাবতীয় অনৈসলামিক শক্তি ও ইসলাম-বিরোধী 'আকীদা'—অন্য কথায়, মানব-জাতির অকল্যাণকর যাবতীয় নীতি ও আন্দোলনের মূলোৎপাটন করিয়া জগতে ইসলামের সত্য ও কল্যাণকর শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করতঃ নিজেও সুখী হইতে পারি এবং জগদ্বাসীকেও সুখ ও শান্তির পথ প্রদর্শন করিতে পারি। এই রূপ করিতে পারিলেই আমরা তোমার 'রবুবীয়ত' গুণের প্রতীক হইতে পারিব, এবং আমাদের ভবিষ্যদ্বংশধরগণেরও রক্ষা ও প্রতিপালনের ব্যবস্থা হইবে।

প্রভো! তুমি আমাদিগকে তৌফিক দাও যেন আমরা এই গুরু দায়িত্ব সম্পাদন করিতে পারি এবং তোমার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিয়া তোমার প্রীতি লাভ করিতে পারি। আমীন, সুম্মা আমীন!

হজরত রসুল করীমের (সাঃ) কতিপয় হাদীস

[মৌলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব]

সন্তানগণকে নামাজ পড়িবার জন্য তাকিদ কর

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلوٰة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين وفرقوا بينهم فى المضاجع— رواه ابو داؤد —

"উমার ইব্‌নে শুওয়াইব তাঁহার পিতা, ও তিনি তাঁহার পিতামহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, "তোমাদের **সন্তানদিগকে সাত বৎসর বয়সের সময় নামাজ পড়িবার জন্য আদেশ কর এবং দশ বৎসর বয়সের সময় নামাজের জন্য প্রহার কর এবং তাহাদের বিছানা পৃথক করিয়া দাও।**" আবুদাওদ এই হাদীসটি সঙ্কলন করিয়াছেন।"

এই হাদীসে সন্তানদিগকে অতি শৈশব হইতেই নামাজের অভ্যাস করাইবার জন্য, এমন কি দশ বৎসর বয়সের সময় নামাজের জন্য মারিতে পর্য্যন্ত আদেশ করিয়াছেন। ছেলে মেয়েদের ধর্ম্ম-শিক্ষা দান ও ধর্ম্মকর্ম্মে অভ্যস্ত করান পিতৃমাতৃ কর্ত্তব্যের প্রধান অঙ্গ।

এবিষয় কোন মোসলমান পিতামাতা কিছুতেই অবহেলা করিতে পারে না।

নামাজের উপকারিতা—নামাজ মানুষকে নিষ্পাপ করে

عن ابى ذران النبى صلى الله عليه وسلم خرج زمن الشتاء والورق يتهافت فاخذ بغصنين من شجرة قال فجعل ذالك الورق يتهافت فقال يا اباذر قلت لبيك يا رسول الله قال ان العبد المسلم ليصلى الصلوٰة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما تهافت هذا الورق عن هذه الشجرة - رواه احمد —

"আবুজর হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে একদা শীতকালে হজরত রসুল করীম (সাঃ) বাহিরে গমন করিয়াছিলেন ; তখন গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িতে ছিল। হজরত রসুল করীম (সাঃ) একটি গাছ হইতে দুইটি শাখা লইলেন ; তখন সেই পাতাগুলি ঝড়িয়া পড়িতে লাগিল ; তখন হজরত ডাকিলেন, 'হে আবুজর!' আমি বলিলাম, 'আমি হাজির আছি, আল্লাহ্‌র রসুল'। তিনি বলিলেন, **মুসলিম বান্দা যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নামাজ পড়ে, তখন তাহার পাপগুলি তাহা হইতে ঝড়িয়া পড়ে,** যেমন এই পাতাগুলি গাছ হইতে ঝড়িয়া পড়িতেছে।"

শীতকালে যেমন গাছের পাতাগুলি গাছ হইতে ঝড়িয়া পড়ে তদ্রূপ নমাজ দ্বারাও মানুষের পাপ রাশি ঝরিয়া পড়ে এবং মানুষ সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হইয়া যায়।

নামাজের সময়

عن عبد الله ابن عمر وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصر ووقت العصر مالم تصفر الشمس ووقت صلوة المغرب مالم يغب الشفق ووقت صلوة العشاء الى نصف الليل الاوسط ووقت صلوة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس فاذا طلعت الشمس فامسك عن الصلوة فانها تطلع بين قرني الشيطان —

"আবদুল্লাহ ইব্‌নে উমার হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, 'জুহরের নমাজের সময়, (তখন হয়) যখন সূর্য্য পশ্চিম দিকে ঢলে এবং (যতক্ষণ পর্য্যন্ত) মানুষের ছায়া দৈর্ঘ্য তাহার সমান হয়, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত আছরের সময় উপস্থিত না হয় (ততক্ষণ থাকে)। আর আছরের সময়—যতক্ষণ পর্য্যন্ত সূর্য্য হরিদ্রাবর্ণ ধারণ না করে ; আর মাগরিবের নামাজের সময়—যতক্ষণ পর্য্যন্ত

আকাশের লালীমা অন্তর্হিত না হয়; এবং এশার নামাজের সময় মধ্যম রকমের রাত্রির অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত এবং প্রাতঃকালীন নামাজের সময়—উষার শুভ্র রেখার (ছুবেহ্‌াদেক) উদয় হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত; যখন সূর্য্য উদয় হয় তখন নামাজ পড়িও না; কেননা শয়তানের দুই শিংএর মধ্য দিয়া সূর্য্য উদয় হয়। অর্থাৎ তখন সূর্য্যের পুজারীদের সূর্য্যের উপাসনা করিবার সময়। অতএব তোমাদের কাজ যেন শয়তানী কাজের সদৃশ না হয়।"

عن عايشة رضى الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلعم صلوة لوقتها الاخر مرتين حتى قبضه الله تعالى - رواه الترمذى —

"হজরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রসুলে করীম (সাঃ) কোন নামাজই নির্দ্ধারিত সময়ের শেষ ভাগে দুইবার পড়েন নাই মৃত্যু পর্য্যন্ত।"

অর্থাৎ হজরতের সারা জীবন ব্যাপিয়া কোন নমাজই আখেরি ওয়াক্তে—অর্থাৎ নির্দ্ধারিত সময়ের শেষ ভাগে—পড়িতে হইয়াছে, এমন ঘটনা দুই দিন ঘটে নাই।

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلوة اثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا متفق عليه —

"আবুহুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে হজরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, "ফজরের নামাজ ও এশার নামাজ হইতে অধিকতর দুঃসাধ্য নামাজ মুনাফেকদের কাছে আর নাই। এই দুই নমাজের মধ্যে যে কি নিহিত আছে তাহারা যদি ইহা জানিত, তবে হামাগুড়ি দিয়া হইলেও ইহাতে উপস্থিত হইত।"

অর্থাৎ মুনাফিকদের কাছে ফজর ও এশার নামাজ অত্যন্ত দুঃসাধ্য এবং কষ্টকর। সচরাচর তাহারা এই দুই নামাজে উপস্থিত হইতে পারে না। কিন্তু এই দুই নমাজের মধ্যে যে কি মাধুর্য্য ও আধ্যাত্মিক মঙ্গল নিহিত আছে এই কথা যদি তাহারা বুঝিতে পারিত তবে হামাগুড়ি দিয়া হইলেও উপস্থিত হইত এবং কিছুই তাহাদিগকে এই নমাজ হইতে বিরত রাখিতে পারিত না।

عن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلوة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا اصفرت وكانت بين قرنى الشيطان قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا - رواه مسلم

"আনাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, "এই নামাজই মুনাফেকের নামাজ—বসিয়া থাকে, সূর্য্যের অপেক্ষা করিতে থাকে, যখন সূর্য্য হরিদ্রা বর্ণ ধারণ করে ও শয়তানের দুই শিংএর মধ্যে চলিয়া যায়, তখন উঠে এবং চারিটা ঠুকর মারে। ইহাতে আল্লাহ্‌তা'লার কথা খুব কমই স্মরণ করে।"

অর্থাৎ ইহাও মুনাফিক্‌দের এক লক্ষণ যে, নামাজের সময় হেলায় বসিয়া কাটাইয়া দেয়। যখন শেষ সময় আসিয়া উপস্থিত হয় তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া মুরগের দানা ঠুক্‌রানের মত চারিটা ঠুকর মারিয়া চলিয়া আসে, যেন যেমন তেমন করিয়া এই মাথার বুঝা ফেলিয়া দিলেই বাঁচিয়া গেল।

পুণ্য সঞ্চয়ের সুবর্ণ সুযোগ!

স্বয়ং 'আহমদীর' গ্রাহক হউন ও গ্রাহক সংগ্রহ করুন!!

হজরত মসিহ্‌ মাওউদের (আঃ) অমৃত বাণী

স্ত্রী ও সন্তান সন্ততির 'তরবীয়ত' বা শিক্ষাদান

"তোমরা তোমাদের স্ত্রীলোকগণকে 'তালীম' বা শিক্ষা দান কর এবং তাহাদিগকে ধর্ম্ম, জ্ঞান ও খোদাভীতিতে পরিপক্ক কর এবং সন্তানগণকে 'এল্‌ম্‌' শিক্ষা দাও।" (আল্‌হাকাম, ১৭ই জুলাই, ১৮৯৯ ইং)

"যে ব্যক্তি আলস্য ও শৈথিল্য করে সে তাহার পরিবার ও সন্তান-সন্ততির প্রতি 'জুল্‌ম' করে; কারণ সে শিকড় স্বরূপ এবং পরিবারবর্গ শাখা প্রশাখা স্বরূপ।" (বদর, ২৬ ডিসেম্বর, ১ ০২ ইং)

"হাদিস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, পরিবারের কর্ত্তা সেইরূপই জিজ্ঞাসিত হইবে যেমন কোন জাতির নবী জিজ্ঞাসিত হইবেন। অতএব কোন সুযোগ উপস্থিত হইলে তাহা নষ্ট করা উচিত নহে। জীবনের কোন ভরসা নাই। রসুল করীমের (সাঃ) প্রতি যখন আদেশ হইল—

وانذر عشيرتك الاقربين—তখন তিনি নামে নামে প্রত্যেককে খোদাতা'লার বাণী শুনাইয়া দিলেন। তদ্রূপ আমিও কয়েকবার বিভিন্ন উপলক্ষে স্ত্রীলোক ও পুরুষগণকে তবলীগ করিয়াছি এবং এখনো মাঝে মাঝে ঘরে ওয়াজ করিয়া থাকি।" (আল্‌হাকাম, ৩০শে নবেম্বর, ১৯৩১)

"লোক সন্তানের খুব আগ্রহ করিয়া থাকে, এবং সন্তান জন্মিয়াও থাকে; কিন্তু কখনো লোকদিগকে সন্তানকে 'তরবীয়ত' (সুশিক্ষা দান) করিতে বা খোদাতা'লার 'ফরমাবরদার' (অনুগত) করিবার চেষ্টা ও চিন্তা করিতে দেখা যায় না; তাহাদের জন্য কখনো দোয়াও করে না এবং তরবীয়তের মরতুবা বা মর্য্যাদার প্রতিও লক্ষ্য রাখে না। আমার নিজের ত এই অবস্থা যে, আমার এরূপ কোন নামাজ হয় না যাহাতে আমি আমার বন্ধুবান্ধব, সন্তানসন্ততি ও স্ত্রীর জন্য দোয়া করি না।" (আল্‌হাকাম, ২৪ শে সেপ্টেম্বর, ১৯০১)

"আমি দেখিয়াছি, কতিপয় স্ত্রীলোক ইমানী শক্তি বলে পুরুষ হইতে শ্রেয়। পুরুষের জন্য শ্রেষ্ঠত্বের কোন চুক্তি নাই। যাহার মধ্যে ইমান বেশী সেই শ্রেয়—পুরুষই হউক, আর স্ত্রীলোকই হউক।" ('বদর', ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯০৭)

"আমাদের জমাতের প্রত্যেকের উচিত যে, নিজ 'পরহেজগারী' বা ধর্ম্মপরায়ণতার জন্য স্ত্রীলোকদিগকে 'পরহেজগারী' শিক্ষা দেয়, নতুবা সে গোনাহ্‌গার হইবে। তাহার স্ত্রী যদি সম্মুখে থাকিয়া বলিতে পারে "তোমার মধ্যে অমুক অমুক ত্রুটি আছে" তখন স্ত্রী খোদাকে ভয় করিবে কেমন করিয়া? অধর্ম্মপরায়ণ অবস্থায় সন্তানও অপবিত্র হয়। সন্তান পবিত্র হওয়ার জন্য পিতামাতা পবিত্র হওয়া আবশ্যক। পিতামাতা পবিত্র না হইলে সন্তান খারাপ হয়। ('বদর', ২৭ শে মার্চ্চ, ১৯০৩)

খোদাতা'লার 'সাত্তার' * গুণের প্রতীক হও

খোদাতা'লার 'সাত্তারী' (বান্দার দোষ আবরণ) এরূপ যে, তিনি লোকের পাপ ও ত্রুটি দেখিয়াও নিজ 'সাত্তার' গুণে তাহার দোষ ত্রুটি আবৃত করিয়া রাখেন, যে পর্য্যন্ত না সে সীমাতিক্রম করে। পক্ষান্তরে, মানুষ অপরের দোষ দেখিয়াই চীৎকার করিতে থাকে। প্রকৃত কথা এই যে, মানুষের ধৈর্য্যের অভাব, এবং খোদাতা'লা সহিষ্ণু ও দয়াশীল। পাপী ব্যক্তি নিজ আত্মার প্রতি 'জুল্‌ম' করিয়া খোদাতা'লার ধৈর্য্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত না হওয়ার কারণে বেপরওয়া হইয়া যায়; তখন খোদাতা'লা 'জু-এন্তেকাম' বা শাস্তিদাতা রূপে প্রকাশিত হইয়া তাহাকে দণ্ড দান করেন। হিন্দুগণ বলিয়া থাকে যে খোদাতা'লা সীমার বাহিরে কোন বিষয় পছন্দ করেন না। যাহা হউক, এরূপ হওয়া সত্ত্বেও তিনি এত 'রহীম' (দয়াশীল) ও করীম (করুণাময়) যে, এরূপ অবস্থায়ও (অর্থাৎ সীমাতিক্রম করিয়াও) যদি মানুষ নেহায়েত ত্রাস ও বিনয় সহকারে খোদাতা'লার দরগাহে অবনত হয়, খোদাতা'লা তাহার প্রতি সদয় দৃষ্টি করেন। অতএব আল্লাহ্‌তা'লা যেমন আমাদের দোষের প্রতি তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি করেন না এবং নিজ 'সাত্তার' গুণে আমাদিগকে শাস্তি দেন না, তেমনি আমাদেরও উচিত যে, আমরাও এরূপ কোন কথা তৎক্ষণাৎ প্রকাশ না করি

* দোষ দেখিয়াও প্রকাশ না করা।

যাহা অপরের শাস্তি বা অপমানের কারণ হয়। ('আল্‌হাকাম' ১৬ই জুন, ১৮০৯)

শৈথিল্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিকার—এস্তেগফার †

কতিপয় লোকের অবস্থা এরূপ যে তাহাদের জন্য এরূপ কারণ উপস্থিত হয়—যথা, চাকুরী বা অন্য কিছু—যাহার ফলে তাহাদের জীবনের এক বৃহদাংশ অন্ধকারে অতিবাহিত হয়; নিয়মমত নামাজ পড়িতে চেষ্টা করে না এবং আল্লাহ্‌ রসুলের কথাও শুনিবার সুযোগ পায় না; আল্লাহ্‌তা'লার কেতাবের প্রতি মনোযোগ প্রদান করিবার কল্পনাও তাহাদের মনে আসে না। এরূপ অন্ধকারময় অবস্থায় যখন জীবনের এক কাল অতিবাহিত হয় তখন এই অবস্থা বদ্ধমূল হইয়া অভ্যাসে পর্য্যবসিত হয়। অতএব এরূপ সময় যদি মানুষ 'তওবা' ও এস্তেগফারের প্রতি মনোযোগী না হয়, তবে স্মরণ রাখিও, সে বড়ই দুর্ভাগ্য। শৈথিল্য ও আলস্যের সর্ব্বোত্তম প্রতিকার—'এস্তেগফার'।

† কৃত অন্যায়ের জন্য অনুতপ্ত হইয়া খোদাতা'লার সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা।

৩১শে জুলাই তাহরিক জদীদের জলসা কর *

সন্তান ও স্ত্রীর 'তরবীয়ত' বা শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হও

পূর্ব্বকৃত অন্যায়ের জন্য অনুতপ্ত হইয়া খোদাতা'লার দিকে অগ্রসর হও

খোদাতালার রহমতের দ্বার চির-উন্মুক্ত

সুরা ফাতেহা পাঠের পর হজরত আমিরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানি (আইঃ) বলেন :—

বুদ্ধিমান ও পাগল 'মোমেন' ও 'মোনাফেক'

"বুদ্ধিমান ও পাগল এবং মোমেন ও মোনাফেকের মধ্যে প্রভেদ শুধু এই যে,—বুদ্ধিমান ও মোমেনের কথায় ও কার্য্যে প্রভেদ থাকে না; কিন্তু পাগল ও মোনাফেকের কথায় ও কার্য্যে প্রভেদ থাকে। কেহ যদি কোন বস্তুর প্রশংসা করে, অথচ তাহা লাভ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইলে তাহা লাভ করিবার চেষ্টা না করিয়া পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় তবে আমরা মনে করিব যে, তাহার প্রশংসা আন্তরিক ছিল না। যদি প্রকৃতই সে উহাকে ভাল মনে করিত তবে উহা লাভ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইলে উহাকে পরিত্যাগ করিবে কেন? অতএব তাহার প্রশংসা, হয়ত, পাগলের প্রলাপ ছিল, কিম্বা কপটতা-মূলক ছিল।

আমরা দেখিতে পাই যে, মোসলমানগণ অনবরত বিনা ব্যতিক্রমে এবং দৈনিক কয়েক বার করিয়া—"الحمد لله رب العلمين"—বলে, অর্থাৎ, ইহা স্বীকার করে যে, আল্লাহ্‌তা'লা বড়ই প্রশংসার যোগ্য—কারণ তিনি যে কেবল তাহারই মঙ্গল ও তত্ত্বাবধান করেন, তাহা নহে, বরং তিনি "রাব্বুল-আলামীন"—সমস্ত বিশ্বকে প্রতিপালন করেন।

রাতদিন, প্রাতে, সন্ধ্যায় ও মধ্যাহ্নে—বস্তুতঃ প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি দিন, প্রতি সপ্তাহে এবং প্রতি বৎসর—আমরা খোদাতা'লার এই 'রবুবীয়ত' বা প্রতিপালন বাচক গুণ স্বীকার করিয়া আসিতেছি। সাবালেগ হওয়ার পর হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আমরা—কখনো দাঁড়াইয়া, কখনো বসিয়া, কখনো শায়িত অবস্থায়, কখনো নির্দ্দিষ্ট বাক্য দ্বারা, কখনো সাধারণ কথায়—এ বিষয় বর্ণনা করিয়া আসিতেছি। কখনো বা

* হজরত আমিরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ (আইঃ) প্রদত্ত ১৮ই জুন, ১৯৩৮ ইং তারিখের খোৎবার সার—অনুবাদ—সঃ আঃ

"আল্‌হামদুলিল্লাহে রাব্বেল-আলামীন" বলি, কখনো বা অন্যান্য দোয়া পাঠ করি,—তাহাতেও তাঁহার এই গুণেরই প্রশংসা করা হয়। যখন আমরা "সোব্‌হানা রাব্বিয়াল-আজীম", "সোব্‌হানা রাব্বিয়াল-আ'লা", কিম্বা "আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌" বলি, তখনো আমরা তাঁহার এই গুণেরই প্রশংসা করিয়া থাকি। কারণ এই সমস্তই খোদাতা'লার 'রবুবীয়তে-আলামীন" বা বিশ্ব-প্রতিপালকত্ব বুঝায়। খোদাতা'লার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসা কেন? এই জন্য যে তিনি সকলেরই 'রাব্‌' (প্রতিপালক), তিনি ব্যতীত অন্য কোন প্রতিপালনকারী নাই।

বস্তুতঃ, কখন এ বাক্যে, কখন ও বাক্যে, আমরা খোদাতা'লার এই 'রবুবীয়ত' গুণের প্রশংসা করিয়া থাকি। কিন্তু ভাবিতে হইবে যে, আমাদের জন্যও 'রবুবীয়ত' করিবার সুযোগ উপস্থিত হয়। 'রবুবীয়ত' যদি অতি উত্তম গুণ হয় তবে আমাদের নিজেদের মধ্যেও এই গুণ সৃষ্টি করিতে হইবে। আমাদের নিজেদের মধ্যে এই গুণ সৃষ্টি করিলেই আমাদের "আল্‌হাম্‌দু-লিল্লাহ্‌" বলা সার্থক হইবে এবং মোমেন-উচিত হইবে, নতুবা তাহা বলা পাগল সুলভ বা মোনাফেক-উপযোগী হইবে।

সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য—সন্তানের 'তরবীয়ত'

* * * * *

কোন কোন লোক নিজ সন্তানাদির খাওয়া ও পোষাকের প্রতি ত খুব লক্ষ্য রাখে কিন্তু তাহাদিগকে নামাজের 'পা-বন্দ্‌' বা অনুরাগী করিতে কোন চেষ্টা করে না। কেহ কেহ সন্তানের বিদ্যা শিক্ষার প্রতি, কেহ বা সন্তানে শিষ্টাচার ও ভদ্রতার প্রতি, কেহ বা সন্তানের ভাষার পরিপাট্যের প্রতি, কেহ বা সন্তানকে ব্যবসা শিক্ষা দেওয়ার প্রতি মনোযোগী হয়—কৃষক তাহার সন্তানকে ভূমি কর্ষণ ও কৃষি সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্য শিক্ষা দেয়, কর্ম্মকার তাহার সন্তানকে আপন ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত করে—কিন্তু **খোদা-রসুলের কথা শিক্ষা দেওয়ার প্রশ্ন উঠিলে বলে—"এখনো অতি ছোট রহিয়াছে"।**..... অথচ রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন,—'সন্তানের জন্ম হওয়া মাত্র তাহার কাণে "আজান" শুনাইয়া দাও"। দুঃখের বিষয়, খোদা এবং রসুল যে সমস্ত বিষয় সর্ব্ব-প্রথম শিক্ষা দিতে বলিয়াছেন তাহা পিছনে রাখা হয়, এবং তাহারা জানে না যে, **শিক্ষা দেওয়ার সর্ব্বোত্তম সময়ই শৈশব ও বাল্যকাল।** এই বয়সে যাহা শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া থাকে।

* * * * *

বস্তুতঃ বাল্যকালের প্রভাব অত্যন্ত গভীর হয়। এই কারণেই আল্লাহ্‌তা'লা মানুষের বাল্যকালকে অতি দীর্ঘ করিয়া দিয়াছেন; কারণ ইহাই তাহার শিক্ষা লাভের বয়স। পক্ষী বা পশু-শাবকের শিক্ষার প্রয়োজন হয় না বলিয়াই আল্লাহ্‌তা'লা ইহাদের শৈশব ও বাল্যকাল অনেক কম করিয়া দিয়াছেন।

স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ—স্ত্রীর 'তরবীয়ত'

স্ত্রীকেও 'তরবীয়ত' করার স্বামীর 'হক' বা অধিকার আছে। অবশ্য অন্যান্য বিষয়ে আল্লাহ্‌তালা উভয়কেই সমানাধিকার দিয়াছেন; কিন্তু যেহেতু স্বামীকে অভিভাবক করা হইয়াছে, সেই জন্য তাহাকে 'এন্তেজাম' সংক্রান্ত কতিপয় অধিকার অধিক দেওয়া হইয়াছে। তরবীয়তের অধিকার পুরুষকেই দেওয়া হইয়াছে এবং স্ত্রীর 'এস্‌লাহ্‌' বা সংশোধনের ভার স্বামীর উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। অবশ্য সাধারণ ভাবে সমস্ত মানব-জাতির সংস্কারের দায়িত্বই মোমেনের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে, কিন্তু স্ত্রীর ও সন্তানাদির সংস্কারের দায়িত্ব তাহার উপর বিশেষভাবে ন্যস্ত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় লোক স্ত্রী ও সন্তানসন্ততির 'এস্‌লাহ' বা সংশোধনের প্রতিও মনোনিবেশ করে না।

অতএব স্ত্রী ও সন্তানের 'এস্‌লাহর' প্রতি দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে যে কোন 'তাহরিক' বা আন্দোলন করা হয়, তাহাকে এত ব্যাপ্ত করা উচিত যেন তাহা স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাগণের মধ্যেও বিস্তৃতি লাভ করে, নতুবা যথোচিত ফল-লাভ হইবে না।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, **শৈশব ও বাল্যকালের 'তরবীয়ত' বা শিক্ষা অতি উত্তম ফল উৎপাদন করে।** ইমান-লাভের দুইটা উপায়ই হইতে পারে:—(১) হয়ত, স্বয়ং অনুসন্ধান করিয়া ইমান লাভ করা, কিম্বা (২) শৈশব ও বাল্যকালের তরবীয়তের ফলে ইমান লাভ করা। সকলের পক্ষে অনুসন্ধান করিয়া ইমান লাভ কেবল নবীর যুগেই হইয়া থাকে; পরবর্ত্তী যুগে মোমেনের সন্তানদের পক্ষে তরবীয়তই ইমানে পূর্ণতা লাভের উপায়। হজরত মসিহ্‌ মাওউদের (আঃ) যুগে ছোট ছোট

বালক বালিকাগণও জমাতের অবস্থা ও আকায়েদের দলিলাদি অবগত ছিল। কারণ তখন চতুর্দ্দিকে কেবল 'মোখালেফই' (বিরুদ্ধাচারীই) ছিল এবং সর্ব্বদা কেবল এই কথাই শুনা যাইত যে, অমুক বিষয়ের উপর অমুক আপত্তি করা হইয়াছে এবং তাহার উত্তর এই।.....কিন্তু আজকাল এখানে কেবল আহ্‌মদীই আহমদী। অতএব শত্রুদের 'এতেরাজ' আহমদী বালকবালিকাদের নিকট পৌঁছে না এবং তাহাদের অভিভাবকগণও তাহাদিগকে কিছুই শুনান না। ফলে, তাহারা অজ্ঞই থাকিয়া যায়। এরূপ অবস্থায় সেই উৎসাহ উদ্যম থাকিতে পারে না।

তাহরিক জদীদের জলসা

অতএব **সেলসেলার তাহ্‌রিকসমূহ প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট পৌঁছান সমাজ জীবনের এক প্রধান কর্ত্তব্য।** আমি এ বৎসর 'তাহরিক-জদীদের' জলসার কোন তারিখ নির্দ্ধারিত করি নাই। কারণ আমি অনুভব করিয়াছি যে, ইহাও গতানুগতিক রূপ ধারণ করিয়াছে। লোক আগ্রহ সহকারে ইহাতে যোগদান করে না। যেখানে ষাট সত্তর জন আহমদী আছে, সেখানে মাত্র কয়েকজন উপস্থিত হয়। এই অবস্থার প্রতিকার কল্পে আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, **তাহ্‌রিক-জদীদের ভিন্ন সেক্রেটারী নিয়োজিত হউক—এক জন তাহ্‌রিক জদীদের সাধারণ কার্য্যের জন্য, আর এক জন তাহ্‌রিক জদীদের চাঁদার জন্য।** তাঁহাদের কার্য্য হইবে জমাতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে,—এমন কি স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাগণকেও তাহরিক-জদীদের বিষয় পরিজ্ঞাত করা। যেহেতু ইতিমধ্যে বহু জমাত সেক্রেটারী নিয়োজিত করিয়াছেন **অতএব আমি ঘোষণা করিতেছি যে, জুলাইর শেষ সপ্তাহে রবিবার দিবস (অর্থাৎ ৩১শে জুলাই) তাহরিক জদীদের জলসা করা হউক।** ইতিমধ্যে আরো জলসা করিয়া সেই বিশেষ জলসায় যোগদানের জন্য লোকদিগকে প্রস্তুত করা হউক। ইতিমধ্যে অন্ততঃ তিনটি জলসা করা হউক—একটি পুরুষের জন্য, একটি স্ত্রীলোকের জন্য, তৃতীয়টি বালকবালিকাগণের জন্য এবং এই সকল জলসায় প্রত্যেক শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কিত বিষয় বর্ণনা করা হউক। জলসা অধিক হইলে আরো ভাল।

জমাতের এই তিন শ্রেণীর লোককে তাহরিক জদীদের বিষয় উত্তমরূপে অবগত করাইয়া তৎপর বৃহৎ জলসা করা হউক। এরূপ করিলে আশা করা যায় যে, জমাতের সকল বন্ধুগণের মধ্যেই বিশেষ উৎসাহ উদ্যম সৃষ্টি হইবে।

সরল জীবন ও স্ত্রীলোক

তাহরিক-জদীদের এক বিষয় সরল জীবন যাপন ও অপব্যয় হইতে বাঁচিয়া থাকা। এই ব্যাপারে স্ত্রীলোকগণ মহা প্রতিবন্ধক হয়; যদি আমাদিগকে সমস্ত জগতে ইসলামের প্রকৃত নক্সা প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় তবে সমস্ত বিঘ্ন দূরীভূত করা আমাদের কর্ত্তব্য। আমি দেখিয়াছি যে, আমাদের জমাতের স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাগণের সঠিক 'তরবীয়ত' না হওয়ার ফলে, অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে, যখনই পুরুষগণ কোন কাজ করিতে অগ্রসর হয় তখন স্ত্রীলোকগণ পথে বিঘ্ন ঘটায়।

অতএব স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাগণের সঠিক 'তরবীয়ত' হইলে অতি উত্তম ফল প্রসূত হইতে পারে। অতএব আমার প্রস্তাব এই যে, আজ হইতে আরম্ভ করিয়া জুলাইর শেষ সপ্তাহ পর্য্যন্ত কাদিয়ান এবং বাহিরের সমস্ত জমাত জলসা করতঃ তাহরিক-জদীদের মোতালেবাসমূহের প্রতি পুরুষ, স্ত্রী ও বালক বালিকা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষিত করুন এবং যাহারা চাঁদা লিখাইয়াছে তাহাদিগকে সত্বর তাহা আদায় করিয়া দিতে বলুন, বরং চেষ্টা করুন যেন এই জলসা পর্য্যন্ত সকল চাঁদা আদায় হইয়া যায়। যাহারা পূর্ব্বের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে নাই তাহাদিগকে বলুন যেন ভবিষ্যতে পূর্ণ করিয়া দেয় এবং এইরূপে খোদাতা'লার ফজল বা অনুগ্রহের ভাগী হয়।

আল্লাহ্‌তালার রহ্‌মতের দ্বার চির-উন্মুক্ত

আল্লাহ্‌তা'লার 'রহমতের' দ্বার চির-উন্মুক্ত। কেহ যদি পূর্ব্বে শৈথিল্য করিয়া থাকে তবে ভবিষ্যতে তাহা সংশোধন করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে। হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) সাহেবজাদা সৈয়দ আবদুল লতীফ সাহেব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তিনি পরে আসিয়া অনেককে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। আঁ-হজরতের (সাঃ) যুগেও হজরত আলী (রাঃ), হজরত ওসমান (রাঃ), হজরত তাল্‌হা (রাঃ) এবং হজরত জুবাইর (রাঃ) হজরত ওমরের (রাঃ) পূর্ব্বে ইমান আনিয়াছিলেন, কিন্তু হজরত ওমর (রাঃ) সকলকে অতিক্রম করিয়া গেলেন।

প্রকৃত 'তওবা'

সুতরাং যদি কাহারো মধ্যে প্রকৃত অনুতাপ এবং সত্যিকারের পরিবর্ত্তন আসে, তবে সে অতীতের শৈথিল্য ও ঔদাসীন্যের প্রতিকার করিতে পারে। অবশ্য তাহার পক্ষে অনেক প্রচেষ্টার আবশ্যক হয়; হৃদয়ের রক্তপাত করিতে হয়। কয়েক ঘণ্টার জন্যও যদি কেহ হৃদয়ের রক্ত পাত করে তবে আল্লাহ্‌তা'লা তাহার পাপ ক্ষমা করিয়া দেন।

অতএব এরূপ মনে করিও না যে, যাহারা পূর্ব্বে এই তাহরিকে যোগদান করিতে পারে নাই তাহাদের জন্য 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। **'তওবার' দ্বার চির-উন্মুক্ত।** যে ব্যক্তি প্রথমেই যোগদান করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পুণ্য কার্য্য করিয়া যায় এবং যে ব্যক্তি মধ্য পথে যোগদান করিয়া শেষ পর্য্যন্ত সাথে সাথে চলে, এই উভয় ব্যক্তিই সাফল্য-মণ্ডিত। সেই ব্যক্তিই অকৃতকার্য্য, যে রাস্তায় হাল ছাড়িয়া বসিয়া পড়ে। এরূপ ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন—'তুমি আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছ, তাই আমিও তোমাকে ছাড়িয়া দিতেছি'। কিন্তু **যে ব্যক্তি বিলম্বে আসিয়া অনুতপ্ত হইয়া খোদাতা'লার সহিত মিলন লাভ করিতে চায় সে বিনষ্ট হয় না।**

হজরত ইসা (আঃ) এই বিষয়ে একটি অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন:—"কোন ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে কনিষ্ঠটি বলিল—'হে পিত! ধন সম্পত্তির যে অংশ আমার ভাগে পড়ে তাহা আমাকে দিয়া দিন'। পিতা তখন স্বীয় ধনসম্পত্তি তাহাকে বণ্টন করিয়া দিলেন। অল্পদিন পরই এই কনিষ্ঠ পুত্র তাহার সব কিছু লইয়া দূর দেশে চলিয়া গেল এবং তথায় কুকর্ম্ম করিয়া সমস্ত ধন উড়াইয়া দিল। সব কিছু খরচ করিয়া ফেলিলে পর সেই দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় এবং সে অভাবে পড়ে। অতঃপর সে সেই দেশের একজন অধিবাসীর নিকট আশ্রয়প্রার্থী হইয়া তথায়ও আশ্রয় পাইল না। তৎপর জ্ঞান লাভ করিল এবং মনে মনে বলিল,—কত মজুর আমার পিতার নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে খাবার পায়, আর আমি এখানে ক্ষুধায় মরিতেছি। আমি আমার পিতার নিকট যাইয়া তাঁহাকে বলিব,—হে পিত! আমি খোদাতা'লার নিকট এবং আপনার নিকট পাপী হইয়াছি; এখন আমি আপনার পুত্র বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য নহি। আপনি আমাকে আপনার মজুর স্বরূপ করিয়া লউন'। এই বলিয়া সে পিতার নিকট চলিল। সে দূরেই ছিল। তাহার পিতা তাহাকে দেখিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দৌড়াইয়া আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিলেন। ভৃত্যগণকে বলিলেন,—তাড়াতাড়ি অতি উত্তম জামাকাপড় নিয়া আসিয়া তাহাকে পরিধান করাও এবং তাহার হাতে আঙটি এবং পদে জুতা পরিধান করাও, এবং আদরের বাছুরটি আনিয়া 'জবেহ' কর, যেন আমরা ভোজ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে পারি। কারণ, আমার এই পুত্রটী মরিয়া গিয়াছিল, এখন পুনর্জীবীত হইয়াছে, হারাইয়া গিয়াছিল, এখন পুনঃ লাভ হইয়াছে'। ফলতঃ তিনি আনন্দ-উৎসব করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র মাঠ হইতে বাড়ীর নিকট আসিয়া গান, বাদ্য ও নাচের আওয়াজ শুনিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করতঃ যখন জানিতে পারিল যে, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করার ফলে তাহার পিতা পালিত বাছুরটি 'জবেহ' করিয়া আনন্দোৎসব করিতেছেন, তখন সে ক্রোধান্বিত হইল এবং গৃহে প্রবেশ করিতে অস্বীকার করিল। তাহার পিতা ঘর হইতে বাহির হইয়া তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলে সে বলিল, 'আমি এত বৎসর ব্যাপিয়া আপনার সেবা করিয়া আসিতেছি, এবং কখনো আপনার অবাধ্যাচরণ করি নাই, কিন্তু তথাপি আপনি আমাকে কখনো একটি ছাগ-শিশুও 'জবেহ্' করিয়া বন্ধুবান্ধব নিয়া আনন্দোৎসব করিতে বলেন নাই, কিন্তু আপনার এই পুত্র আসিলে—যে আপনার ধন সম্পত্তি অন্যায় পথে উড়াইয়া দিয়াছে—তাহার জন্য আপনি পালিত বাছুরটি জবেহ করিয়াছেন'। তখন পিতা উত্তর করিলেন,—'পুত্র! তুমি ত সর্ব্বদাই আমার নিকটে রহিয়াছ, এবং আমার যাহা কিছু আছে সব তোমারই। কিন্তু আনন্দোৎসব করার কারণ এখন উপস্থিত হইয়াছে, কারণ তোমার মৃত ভ্রাতা পুনঃজীবীত হইয়াছে, হারাণ ভ্রাতা পুনঃ লাভ হইয়াছে।" (লিউক, ১৫ অধ্যায়, ১১—৩২ শ্লোক)।

এই দৃষ্টান্ত দ্বারা হজরত ইসা (আঃ) বুঝাইয়াছেন যে, **কেহ পাপ করতঃ তওবা করিয়া আল্লাহ্‌তা'লার নিকট গমন করিলে, আল্লাহ্‌তা'লা তাহার জন্য তদ্রূপই আনন্দ প্রকাশ করেন যেমন এই পিতা প্রকাশ করিয়াছেন।** ইহা আল্লাহ্‌তা'লার করুণা ও অনুগ্রহের একটি উত্তম দৃষ্টান্ত।

মানুষ প্রত্যাবর্ত্তনকারীকে ভর্ৎসনা করে এবং বলে, "হতভাগা! যখন তোর শক্তি ও সাহস ছিল তখন আসিলে না, এখন আসিয়াছিস!" কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লার নিকট যখন

কোন পাপী 'তওবা' করত উপস্থিত হয়, তখন তিনি তাহাকে তাহার পূর্ব্বকৃত অন্যায়ের কথা স্মরণ করাইয়াও দেন না, বরং তাঁহার হারাণ বান্দার প্রত্যাবর্ত্তনে উল্লাসিত হন। এই জন্যই কোরান করীমে তাঁহার নাম 'গাফ্‌ফার', 'সাত্তার' এবং 'মুকাফ্‌ফের-আন-সাইয়েআত' রাখা হইয়াছে। 'গাফ্‌ফার' শব্দের অর্থ এই যে, তিনি ক্ষমা করিয়া দেন এবং শাস্তি দেন না; 'সাত্তার' শব্দের অর্থ এই যে, তিনি বান্দার গোনাহর কথা তাহাকে পরে স্মরণ করাইয়াও দেন না; 'মুকাফ্‌ফের, শব্দের অর্থ এই যে, তিনি ভবিষ্যতে গোনাহ্‌র কুফলও মিটাইয়া দেন। যথা— এক ব্যক্তি যদি এরূপ রুটি ভক্ষণ করে যাহার ফলে তাহার পেটে বেদনা হইবে এবং সে তওবা করে, তবে খোদাতা'লা ইহার কুফল মিটাইয়া দেন; এবং আল্লাহতা'লা যে শুধু মানুষের অতীতের পাপ তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেন না, তাহা নহে, বরং অন্যান্য যে সকল লোক তাহার এই গোনাহ্‌র কথা জানে সেই সকল লোকের অন্তর হইতেও তাহা মিটাইয়া দেন।

জুলাইর শেষ রবিবার দিবস পর্য্যন্ত জলসা

অতএব বন্ধুগণ জুলাই মাসের শেষ রবিবার দিবস পর্য্যন্ত জলসা করিবেন। অন্ততঃ পক্ষে, স্ত্রীলোক, বালকবালিকা ও পুরুষগণের এক একটি করিয়া জলসা করিবেন। এই জলসাতে তাহরিক জদীদের চাঁদা ও অন্যান্য উদ্দেশ্য সংক্রান্ত বিষয় ব্যক্ত করিয়া বর্ণনা করিবেন এবং চেষ্টা করিবেন যেন এই জলসা পর্য্যন্ত অধিকাংশ চাঁদাই আদায় হইয়া যায়।

তাহরিক জদীদের সেক্রেটারিগণের উপলব্ধি করা উচিত যে, এখন তাহাদের জিম্মাদারীর পরীক্ষার সময় উপস্থিত। সোয়াব কেবল নাম দ্বারা অর্জ্জন করা যায় না, বরং কার্য্য দ্বারা অর্জ্জন করিতে হয়। অতএব চেষ্টা করিয়া কাজ করুন এবং স্ত্রীলোক, পুরুষ ও বালকবালিকাগণের অন্ততঃ এক একটি করিয়া জলসা করিয়া তাহাতে তাহরিক জদীদের সমস্ত বিষয় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলুন এবং জুলাইর শেষ রবিবারের জলসাকে প্রথা-পালন ভাবে না করিয়া প্রকৃত আগ্রহ সহকারে করুন। খোদ্দামুল-আহমদীয়া সমিতির পক্ষে খেদমতের এক সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ইহার ভলান্টিয়ারগণ ঘরে ঘরে যাইয়া পুরুষ ও বালক-বালিকাকে এই জলসাতে যোগদান করাইবার চেষ্টা করুক। **এই শেষ জলসাতে লোকগণ হইতে নূতন করিয়া প্রতিশ্রুতি লউন যে, তাহারা ইসলামের শিক্ষানুযায়ী জীবন যাপন করিবে এবং ওয়াদা পূর্ণ করিবে।** নূতন প্রতিশ্রুতি গ্রহণ রসুল করীম এবং সুফীগণ হইতে প্রমাণিত হয়। ইহাকে 'বয়েত-এরশাদ' বলা হয়। হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) লোকদিগকে দ্বিতীয়বার বয়েত গ্রহণ করিতে বলিতেন। তাঁহার যুগের কতিপয় লোক বলেন যে, তাঁহারা সত্তর বার, এমন কি শত শত বার বয়েত গ্রহণ করিয়াছেন।

আমি আশা করি, বন্ধুগণ এই দেড় মাস মধ্যে জমাতের মধ্যে এক নূতন জাগরণ ও নূতন স্পৃহা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিবেন। কর্ম্মকর্ত্তাদের ও খোদ্দামুল-আহমদীয়া সমিতির মেম্বরগণের এবং জমাতের অবশিষ্ট লোকগণের পক্ষে ইহা এক পরীক্ষাস্থল।

প্রার্থনা করি, আল্লাহ্‌তা'লা আমাকেও তৌফিক দিন যেন আমি সত্য ব্যক্ত করিয়া বর্ণনা করিতে পারি এবং আপনাদিগকেও তৌফিক দিন যেন আপনারা আমার কথা গ্রহণ করতঃ তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পারেন—আমীন।

হাঁপ কাশের বড়ী

ব্যবহার মাত্র শ্বাস যন্ত্রণা নিবারণ হয়; নিয়মিত সেবনে নিরাময় করে;
পুরাণ জমাট কাশ তরল করিয়া উঠাইয়া দেয়।
মূল্য ১৸০ আনা, স্যাম্পল চারি আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

এ, এ, কে, চৌধুরী, নাটোর, রাজসাহী

'ইয়াজু' 'মাজুজ' ও আহমদীয়া জমাত *

আহ্‌মদীয়া জমাতের উদ্দেশ্য

জগৎ হইতে ইসলাম বিরোধী ধারণা তিরোহিত করা

সুরা ফাতেহা পাঠের পর হজরত আমীরুল-মোমেনীন (আইঃ) বলেন :—

হজরত মসিহ্‌ মাওউদের (আঃ) যুগ সম্বন্ধে কোরান করীম ও হাদীস শরীফে বলা হইয়াছে যে, তৎকালে 'ইয়াজুজ' ও 'মাজুজ' নামীয় দুইটি পরস্পর বিরোধী শক্তি প্রকাশিত হইবে। এই শক্তি দুইটী পরস্পর বিরোধী হইলেও ইহাদের কোনটিরই সহিত যে মসিহ্‌ মাওউদের (আঃ) জামাতের মিলন বা সহযোগ হইতে পারে না তাহা বুঝাইবার জন্যই হজরত রসুল করীম (সাঃ) এই উভয় শক্তিকে 'দজ্জাল' নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং এইরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, যদিও 'ইয়াজুজ' ও মাজুজ পরস্পর বিরোধী, তথাপি ইসলামিক নীতির দিক দিয়া এই উভয়ই ইহার বিরোধী হইবে এবং যে পর্য্যন্ত ইহারা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে নিজেদের পদ্ধতি বর্জ্জনকরিয়া ইসলামের নীতি সম্পূর্ণরূপে অবলম্বন না করিবে সে পর্য্যন্ত এই উভয় হইতেই ইসলামের শিক্ষার কোন সমর্থন বা সহায়তার আশা করা যাইবে না।

সাধারণতঃ সকলেরই এই ধারণা ছিল যে, 'ইয়াজুজ' ও 'মাজুজ' দুইটি দেশের নাম। কিন্তু খোদাতা'লার তরফ হইতে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী হয় তাহাদের প্রকৃত মর্ম্ম তাহা পূর্ণ হওয়ার সময় উদ্‌ঘাটিত হয়। আজকাল যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইতেছে তদ্বারা বুঝা যায় যে, **'ইয়াজুজ' ও 'মাজুজ' দেশের নাম নয়, বরং দুইটি নীতির নাম।** অবশ্য হইতে পারে যে, এই নীতিদ্বয় দুইটি বিশেষ দেশে অধিক পরিলক্ষিত হইবে, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা কোন বিশিষ্ট দেশের সহিত সম্পর্কিত নহে। আল্লাহ্‌তালা কোরান করীমে বলেন :—

هم من كل حدب ينسلون (الانبياء ع ٧)

—অর্থাৎ, "এই উভয় দল দুনিয়ার প্রত্যেক স্থানে প্রাধান্য লাভ করিতে চেষ্টা করিবে। এবং ইহাদের সম্মুখে যে কোন বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইবে তাহা তাহারা অতিক্রম করিতে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করিবে।"

বর্ত্তমানে এই বিষয়টি অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ঘটনা দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে যে, 'ইয়াজুজ্‌' ও 'মাজুজ্‌' দুইটি নীতি বিশেষ, যাহা বর্ত্তমানে দুনিয়াতে প্রাধান্য লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছে। (১) এক নীতি সমষ্টিকে ইহার যাবতীয় দোষ-ত্রুটি সহ জগতে উন্নীত করিতে প্রয়াস পাইতেছে ; (২) অপর নীতি সমষ্টিগত ভাবকে দাবাইয়া যোগ্য ব্যক্তিকে উন্নীত করিতে চেষ্টা করিতেছে। এই নীতি দ্বয় বর্ত্তমানে দুনিয়াতে প্রাধান্য লাভের জন্য পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে। এক নীতি সমষ্টির শক্তি বৃদ্ধি করিয়া দুনিয়াতে প্রাধান্য লাভের চেষ্টায় আছে, অপর নীতি উচ্চ যোগ্যতাকে বিকশিত করিয়া দুনিয়াতে প্রাধান্য লাভ করিতে প্রয়াস পাইতেছে। এই উভয় দলই দুনিয়াতে পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে এবং সমস্ত দুনিয়া এই দুই দলের মধ্যেই বিভক্ত হইয়া আছে। **ইসলাম এই উভয়ের বিরোধী এবং উভয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এক মধ্যবর্ত্তী পন্থা পেশ করিতেছে।** ইসলাম সমষ্টিকেও উপেক্ষা করে না এবং যোগ্য ব্যক্তিদের শক্তি হইতে কাজ লওয়াও অপছন্দ করে না। ইসলাম সমষ্টির মর্য্যাদা বিনষ্ট করিতেও অনুমতি দেয় না এবং যোগ্য ব্যক্তিদের যোগ্যতা হইতে জগতকে বঞ্চিত করাও পছন্দ করে না।

বস্তুতঃ এই দুই নীতির মধ্যবর্ত্তী পন্থাই ইসলামী রাজত্বের ভিত্তি ছিল। এক দিক দিয়া উহা স্বীকার করে যে, সকল লোকের বুদ্ধিবৃত্তি সমান নহে ; অতএব বিশিষ্ট লোকদের বুদ্ধি বৃত্তি হইতে কাজ লওয়া উচিত এবং অপর দিক দিয়া ইহাও স্বীকার করে যে, সমষ্টির অভিমতকেও অগ্রাহ্য করা যায় না, কারণ উহা এক মহা-শক্তি। .. সুতরাং ইসলাম এই উভয় নীতিরই বিরোধী—ইসলাম এরূপ সমষ্টিগত প্রাধান্যও পছন্দ করে যাহার ফলে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যোগ্যতার বিলোপ হয়, আবার জাতির সমষ্টিগত অভিমতকে উপেক্ষা করিয়া কতিপয় বিশিষ্ট যোগ্য ব্যক্তির হাতে জগতকে সমর্পণ করাও পছন্দ করে না।

---

* হজরত আমিরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌র (সাঃ) ১০ই জুন, ১৯৩৮ তারিখে প্রদত্ত খোৎবার সারমর্ম্ম—বঙ্গানুবাদ—সঃ আঃ

ইয়াজুজ-মাজুজের সহিত ইসলামের ভবিষ্যত প্রতিদ্বন্দ্বিতা

অতএব দুনিয়ার অবস্থা দৃষ্টে বুঝা যায় যে, ভবিষ্যৎ জগতে ইয়াজুজ-মাজুজের সহিত ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এইরূপে হইবে যে, এক পক্ষে সমষ্টির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে এবং পক্ষান্তরে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যোগ্যতা দ্বারা উপকার গ্রহণের পথ উন্মুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু ইহা এত বড় কাজ যে, ইসলামের পোষকতাকারী আহমদীয়া জমাতের বর্ত্তমান ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য করিলে মানব-চক্ষে ইহা অসম্ভব বোধ হয়।

ইয়াজুজ্ মাজুজের বর্ত্তমান শক্তি

এই উভয় দলের পূর্ণ শক্তি যদি কেহ দেখিতে ইচ্ছা করে তবে দুনিয়াতে প্রাধান্য স্থাপনের প্রয়াসী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টি পাত করিলে বুঝিতে পারিবে যে, **বর্ত্তমানে উপরোক্ত নীতি দ্বয় দুনিয়াকে ভাগ করিয়া নিয়াছে—অর্দ্ধেক এক পক্ষে, এবং অর্দ্ধেক অপর পক্ষে, এবং মধ্যস্থলে আহমদীয়া জমাত—নিঃসম্বল ও নিঃসহায় অবস্থায় ইসলামের সাহায্য কল্পে দণ্ডায়মান।**

আহমদীয়া জমাত ও ইয়াজুজ্-মাজুজ

জগতে ইস্‌লামের নীতি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে এই দুই বৃহৎ শক্তিকে এক মধ্যবর্ত্তী পথে আনয়ন করিয়া ইসলামের শিক্ষানুসারে পরিচালিত করিতে হইবে। দুর্ব্বল আহমদীয়া জমাত এই দুই বৃহৎ শক্তিকে সংশোধিত করিতে পারিবে কি না আজ এই প্রশ্ন প্রত্যেক হৃদয়ে উদিত হইতেছে। লৌকিক শক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহা অসম্ভবই বোধ হয়; কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা যখনই কোন কাজ করাইয়াছেন তখনই এরূপ অস্তিত্ব দ্বারাই করাইয়াছেন যাহা প্রকাশ্যতঃ জগতের চক্ষে নিঃসহায়, দুর্ব্বল ও নগণ্য বোধ হইত। কিন্তু ঐশী শক্তি বলে উন্নতি করিয়া এরূপ সম্প্রদায় এরূপ কার্য্য করিয়াছে যদ্দর্শনে জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছে।

রসুল করীমের (সাঃ) যুগ ও হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) যুগের তুলনা

রসুল করীমের (সাঃ) যুগে যে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল তখন কে বলিতে পারিত যে, তিনি এক দিন জগতে বিজয়ী হইবেন? জনৈক ফরাসী লিখক তাহার এক পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"হইতে পারে কোন কোন বিষয় মোহম্মদের (সাঃ) মাহাত্য সম্বন্ধে আমাদের হৃদয়ে সন্দেহের সৃষ্টি করে, কিন্তু মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাহার সাথিগণের মধ্যে একটি বিষয় দৃষ্ট হয় যাহা চিন্তা করিয়া আমি বার বারই স্তম্ভিত হইয়াছি। তাহা এই—আজ হইতে সাড়ে তের শত বৎসর পূর্ব্বে আরবের মরুতে এক মসজিদে—যাহার ছাদ খর্জ্জুর পত্র দ্বারা নির্ম্মিত ছিল, এবং একটু বৃষ্টি হইলেই তাহাতে জল পড়িত—কতিপয় লোক সমবেত ছিল। তাহাদের পরিধানে পূর্ণ বসন ছিল না, কাহারো গায়ের জামা ছিল না, কাহারো গায়ের জামা ছিল, তো পায়জামা ছিল না, কাহারো যদিবা পায়জামা এবং গায়ের জামা উভয়ই ছিল, তো মাথায় পাগ্‌ড়ি ছিল না, কাহারো যদিবা মস্তক আবরণের জন্য ছিন্ন পাগ্‌ড়ি ছিল, তো জুতা ছিল না; এতদ্ব্যতীত তাহারা অশিক্ষিত অজ্ঞ ছিল, দুনিয়ার কোন বিদ্যা তাহারা জানিত না। মোট কথা, যখনই আমি আমার মানস নেত্রে তাহাদিগকে দেখিয়াছি তখন তাহারা আমার নিকট কতিপয় গরীব ও নিঃসহায় লোক বলিয়া অনুভূত হইয়াছে।.....কিন্তু যখনই আমি তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাদের পরস্পরের কথা বার্ত্তা শুনিয়াছি তখন আমার কর্ণে এই কথা প্রবেশ করিয়াছে যে তাহারা পরস্পরের সহিত পরামর্শ করিতেছে, কেমন করিয়া জগৎ জয় করতঃ ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিবে! তাহাদের এই কথা যাহা পাগলের প্রলাপ বলিয়া বোধ হইত, অল্প দিনের মধ্যেই পূর্ণ হইল এবং বস্তুতঃই তাহারা সমস্ত জগতে প্রাধান্য লাভ করিল। যখন আমি একথা ভাবি তখন আমাকে বিশ্বাস করিতে হয় যে, মোহাম্মদ (সাঃ) যাহা কিছু বলিত নিজ হইতে বলিত না, বরং পিছনে এরূপ কোন মহাশক্তি ছিল যাহা তাঁহা দ্বারা কথা বলাইত।"

শত্রুদের তুলনায় হজরত রসুল করীম (সাঃ) ও তাঁহার সাহাবাগণের যে অবস্থা ছিল সেই অনুপাতে আজ আমাদের শত্রুদের তুলনায় আমাদেরও সেই অবস্থা। দুনিয়াতে অনুপাতই ধরা হয়, সংখ্যা ধরা হয় না। একজন যদি এক টাকা দিয়া এক শত টাকার মোকাবেলা করে, এবং আর একজন এক শত টাকা দিয়া দশ হাজার টাকার মোকাবেলা করে, তবে এই দুই জনের একই অবস্থা। কারণ এক ও এক শতের মধ্যে যে সম্পর্ক, এক শত এবং দশ হাজারের মধ্যেও সেই সম্পর্ক। সুতরাং বাহ্যতঃ আমাদের অবস্থা রসুল করীমের (সাঃ) যুগের অবস্থা হইতে

উত্তম মনে হয় বটে, কিন্তু ইহাও দেখিতে হইবে যে, যে সকল শক্তির সহিত আহমদীয়তকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইতেছে সেই সকল শক্তির তুলনায় আজ আহমদীদিগের শক্তি কতটুকু। অবশ্য আমাদের মসজিদ ইষ্টক নির্ম্মিত এবং আরামের জন্য মসজিদের প্রাঙ্গনে চাঁদোয়া ব্যবহৃত হয়, কিন্তু রসুল করীম (সাঃ) এবং তাঁহার সাহাবাগণের শত্রুদের নিকট তুপ, উরু-জাহাজ ও নেজাম (সংগঠন) ছিল না। তৎকালে যাতায়াতের সুবিধা ছিল না, তার, টেলিফোন ও ওয়ারলেস্ ছিল না; সৈনিক বা আর্থিক এন্তেজাম ছিল না, এবং এরূপ আরো বহু ত্রুটি ছিল। অবশ্য রসুল করীমের (সাঃ) যুগে মোসলমানদিগের অবস্থা অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল এবং বর্ত্তমানে আমাদের অবস্থা অনেকটা ভাল বোধ হয়। কিন্তু ইহাতেও সন্দেহ নাই যে, রসুল করীমের (সাঃ) যুগের শত্রুগণের যে শক্তি ছিল, আজ আমাদের শত্রুগণের শক্তি তদপেক্ষা অনেক অধিক।

বস্তুতঃ যদি চিন্তা করা যায় এবং আহমদীয়া জমাতের এই দুরবস্থার কথা ভাবিয়া দেখা যায় যে, আহমদীয়া জমাত—যাহার স্কন্ধে এই মহান কার্য্যের ভার ন্যস্ত হইয়াছে—পরাধীন আছে, পক্ষান্তরে হজরত রসুল করীম (সাঃ) ও তাঁহার সাহাবাগণ (রাঃ) স্বাধীন ছিলেন, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, এ যুগের কার্য্য ঐ যুগের কার্য্য হইতে কম কঠিন নয়। অনুপাতের দিক দিয়া বরং সমানই আছে।

কিন্তু যদিও এ যুগের কার্য্য আঁ-হজরতের যুগের কার্য্যের ন্যায়ই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, তথাপি **যে খোদাতা'লা হজরত মোহাম্মদকে (সাঃ) বলিয়াছিলেন—"আমি তোমার শিক্ষাকে সমস্ত জগতে বিস্তৃত করিয়া দিব, সেই খোদাতা'লাই আজ হজরত মসিহ মাওউদকে (আঃ) বলিয়াছেন—"আমি তোমাকে পূর্ণ বিজয় প্রদান করিব এবং তোমার সকল প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে পরাস্ত করিব।..... যে খোদাতা'লা হজরত মোহাম্মদের (সাঃ) শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহার শিক্ষাকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেই খোদাতালার মধ্যে আজও আমাদের শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া আহমদীয়তের শিক্ষাকে জগতের প্রতি কোণে বিস্তারিত করিবার এবং দুনিয়ার সমস্ত ধর্ম্মের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য কার্য্যতঃ প্রতিপন্ন করিবার শক্তি আছে।**

অতএব এই কার্য্য সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে; তবে আমাদের প্রত্যেকের মনোযোগ ইহার প্রতি প্রদত্ত হওয়া আবশ্যক। আমি যতটুক বুঝিতে পারি, আমাদের মধ্যে কেহই প্রকৃত 'দেয়ানতদার' আহমদী বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না, যে পর্য্যন্ত সে উঠিতে বসিতে, চলিতে ফিরিতে, শয়নে জাগরণে এ উদ্দেশ্য সম্মুখে না রাখে যে, দুনিয়ার সমস্ত 'তামাদ্দুন' বা সভ্যতা বিনষ্ট করিয়া ইসলামী 'তামাদ্দুন' বা সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। দুনিয়ার সমস্ত নীতি মিটাইয়া ইসলামের নীতি সঞ্জীবীত করিতে হইবে এবং ইসলামের কানুন অনুযায়ী সমস্ত জগতকে এক নব রূপে গঠন করিতে হইবে। ইহার প্রতিই আমি এক দীর্ঘকাল যাপিয়া জগতের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে অনেক বন্ধু সেলসেলায় দাখেল হইবার সময় এই মনে করিয়া দাখেল হন যে, কতিপয় মস্‌লামসায়েল নূতন ভাবে বুঝার নামই আহমদীয়ত, অথচ কতিপয় মসায়েল বুঝান হজরত মসিহ্ মাওউদের (আঃ) আবির্ভাবের উদ্দেশ্য নহে। **হজরত মসিহ্ মাওউদের (আঃ) আবির্ভাবের উদ্দেশ্য দুনিয়ার সমস্ত ধর্ম্মের উপর ইসলাম ও আহমদীয়তকে জয়ী করা।** মসিহ্ মাওউদের (আঃ) আগমনের উদ্দেশ্য শুধু ইহা নয় যে তোমরা তাঁহার প্রতি ইমান আন, বা আমি ইমান আনি—আমার ও তোমাদের কেন, বরং সমস্ত জগতের ইমান আনাও তাঁহার আবির্ভাবের উদ্দেশ্য নয়।... সমস্ত জগতও যদি হজরত মসিহ মাওউদের (সাঃ) উপর ইমান আনে, কিন্তু জগতে সেই পরিবর্ত্তন সাধিত না হয়, যে পরিবর্ত্তন সাধন তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য ও দাবী, তবে ইহাকে আমাদের জয় বলা যাইবে না। আমাদের বিজয় তখনই হইবে যখন আল্লাহ্‌তা'লা হজরত মসিহ্ মাওউদকে (আঃ) যে পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য আবির্ভূত করিয়াছিলেন তাহা সাধিত হয়।

আমাদের উদ্দেশ্য

অতএব যখনই কেহ আহ্‌মদীয়ত গ্রহণ করে তখন তাহাকে ঐ কথার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, **আমাদের উদ্দেশ্য জগতে ইসলামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করা এবং অন্যান্য যাবতীয় শিক্ষা মিটাইয়া দেওয়া।** আমাদের এই উদ্দেশ্য আমরা কখনো গোপন রাখি নাই।

আমরা গবর্ণমেণ্টের ওফাদার; আমরা যে গলর্ণমেণ্টেরই অধীন থাকিব উহার ওফাদারী ছাড়িব না; কিন্তু ইসলামকে বিজিত করিবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইবে না।

আমাদের কর্ত্তব্য

কিন্তু এই কার্য্য এত মহান্ যে ইহার জন্য অতি বৃহৎ কোরবানীর আবশ্যক। সর্ব্বপ্রথম এবং অতি সামান্য স্তরের কোরবানী জমাতের চিন্তা ধারায় এক পরিবর্ত্তন আনয়ন, যেন জমাতের প্রত্যেক বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী ও পুরুষের অন্তরে ইহা বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, আমাদের স্কন্ধে এক মহা কর্ত্তব্য ভার ন্যস্ত আছে। **আমাদের এক কৃষক** যখন সাধারণ এক খানা লুঙ্গি পরিয়া ভূমি কর্ষণ করিতে থাকে তখন হাল চালনা করিতে করিতে তাহাকে ভাবিতে হইবে, কি উপায় অবলম্বন করিলে সমস্ত জগদ্বাসীর অন্তরে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করা যায়। **আমাদের এক দরজি** যখন সুই দ্বারা সেলাই করে তখন একথাই তাহাকে পুনঃ পুনঃ ভাবিতে হইবে যে কি উপায়ে অবলম্বন করিলে ইসলাম সমস্ত জগতে অন্যান্য যাবতীয় ধর্ম্মের উপর বিজয়ী হইতে পারে। **আমাদের একজন জল-বাহক** যখন জলভরা মশক বহন করিয়া লইয়া যায় এবং তাহাতে তাহার কোমর ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হয় তখন তাহাকেও ইহাই ভাবিতে হইবে যে, ইসলামকে কেমন করিয়া জগতে জয়-যুক্ত করা যায়। **আমাদের এক কুলি** যখন ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দুই মন ওজনের বোঝা বহন করিয়া লইয়া যাইতে থাকে, তখন তাহাকেও ভাবিতে হইবে যে, কি উপায় অবলম্বন করিলে ইসলামের শিক্ষা সঞ্জীবীত হইতে পারে এবং জগতে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে।

আমাদের বিজয়-পদ্ধতি

আমাদের জমাতের সকল বন্ধুগণের মধ্যে যখন এই অবস্থা সৃষ্টি হইবে তখন তাহাদের মধ্যে এরূপ এক 'রুহ' (আত্মিক শক্তি) সৃষ্টি হইবে যাহার ফলে তাহারা সমস্ত জগতকে খোদাতা'লার দিকে আকৃষ্ট করিয়া নিয়া আসিবে এবং সমস্ত বিরুদ্ধবাদিগণকে পরাস্ত করিয়া দিবে। কিন্তু আমাদের এই বিজয় তরবারী দ্বারা হইবে না, বরং 'তবলীগ' (প্রচার) দ্বারা হইবে। আমরা লোকের চিন্তা ধারায় পরিবর্ত্তন আনয়ন করতঃ তাহাদের শরীরকে বশীভূত করিব—এরূপ হইবে না যে, শরীরকে বশীভূত করিয়া চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন করিব।

এই উদ্দেশ্যেই আমি বিভিন্ন আকৃতিতে কতিপয় আঞ্জোমন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। ইহাদের সকলেরই উদ্দেশ্য জগৎ হইতে ইসলাম-বিরোধী ভাবধারা দূরীভূত করা। বর্ত্তমানে দুনিয়ার কয়েক প্রকারের অবিচার চলিয়াছে। কেহ এক দার্শনিক মত প্রচার করিয়া অবিচার করিতেছে, কেহ অপর দার্শনিক মত প্রচার দ্বারা অবিচার করিতেছে। মানুষের প্রকৃত সুখের জন্য আল্লাহ্‌তা'লা যে শিক্ষা অবতীর্ণ করিয়াছিলেন তাহা ভুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব আমাদের কর্ত্তব্য, এই শিক্ষা জগতে প্রতিষ্ঠিত করা; সর্ব্বপ্রথম স্বয়ং এই শিক্ষানুযায়ী চলা এবং তৎপর জগতের হিত কামনায় ধীরে ধীরে লোক মধ্যে ইহার প্রচলন করা।

কতিপয় বিষয় আছে যাহা বাহ্যতঃ অতি নগণ্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহা জগতে এক মহা পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া দেয়। লোক প্রথমতঃ তৎপ্রতি উপহাস করে, কিন্তু পরে স্বীকার করিতে বাধ্য হয় যে, বাস্তবিক এই শিক্ষা অতি উত্তম। এই জন্যই আমি কতক কাল যাবৎ জমাতকে নিজেদের মধ্যে ইসলামী 'তামাদ্দুন' (সভ্যতা বা সমাজনীতি) প্রচলন করিবার জন্য তাকিদ করিতেছি যেন অন্যান্য লোক তাহা দেখিয়া ইসলামী 'তামাদ্দুন' যে কত কল্যাণকর ও শান্তিদায়ক তাহা উপলব্ধি করিতে পারে। এ সম্বন্ধে আমি গত বৎসর হইতে বলিয়া আসিতেছি যে নিজ নিজ কাজ কারবার, আদান প্রদান এবং সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ব্যাপারে ইসলামী শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ রসুল করীম (সাঃ) এ সম্পর্কে এরূপ উপদেশ দিয়াছেন যাহা পালন করিলে জগতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

নির্দ্ধারিত বাজার দর

ইসলামের এরূপ কতিপয় বিষয় আছে, যাহা বাহ্যতঃ সামান্য বোধ হয়, কিন্তু আজকাল গবর্ণমেণ্ট সমূহও তৎপ্রতি মনোযোগ প্রদান করিতেছে। যথা—নির্দ্ধারিত বাজারদর।...মাস দুইয়েক হইল তুরস্কে আইন পাশ করা হইয়াছে যে, সমস্ত জিনিষের বিক্রয় মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে এবং কোন দোকানদার অল্প বা বেশী মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিবে না। এ সম্পর্কে প্রত্যেক দোকানদারের প্রতি আদেশ করা হইয়াছে যেন তাহারা

প্রত্যেক জিনিষের নাম, ও মূল্যের এক লিষ্ট তৈয়ার করিয়া লটকাইয়া দেয়।

* * * * *

দুঃখের বিষয় আজ তুরস্ক এই বিষয়টি ইউরোপ হইতে শিক্ষা করিয়াছে, অথচ ইহা ইসলামেরই শিক্ষা এবং ইসলাম হইতেই ইউরোপে ইহার প্রচলন হইয়াছিল। এরূপ আরো অনেক বিষয় আছে যে সম্বন্ধে ইসলাম আদি হইতেই প্রকৃত শিক্ষা দান করিয়াছে, যাহার ফলে এক পক্ষে ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষিত হয় এবং পক্ষান্তরে সমষ্টির অধিকারও উপেক্ষা করা হয় না। ইসলাম মানুষকে এক মধ্যবর্ত্তী পন্থা পেশ করে।

লেন-দেন বা আদান-প্রদান

কোরান শরীফের আদেশ এই যে, আদান-প্রদানের বিষয় লিখিয়া লইবে। কিন্তু অতি অল্প মোসলমানই এই শিক্ষানুযায়ী 'আমল' করে, অথচ ইউরোপের সব লোক এই শিক্ষানুযায়ী কার্য্য করে। ইউরোপের লোক ইহা স্পেন হইতে শিক্ষা করিয়াছে। স্পেনে কয়েক শত বৎসর ব্যাপিয়া মোসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তথায় সব আদান প্রদান লিপিবদ্ধ হইত।

ফলতঃ ছোট বড় সব বিষয় সম্বন্ধে কোরান শরীফে শিক্ষা রহিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ মোসলমানগণ তাহা ছাড়িয়া দিয়াছে। অতএব আজ এই সমুদয় বিষয় জগতে প্রচলন করা আমাদেরই কাজ। এমন কোন বিষয় নাই যৎসম্বন্ধে ইসলামে পূর্ণ শিক্ষা বিদ্যমান নাই। উত্তরাধিকার সম্বন্ধে কোরান করীমে বিধি-ব্যবস্থা রহিয়াছে, লেন-দেন সম্বন্ধে ব্যবস্থা রহিয়াছে, বিবাহ-শাদি সম্বন্ধে ব্যবস্থা রহিয়াছে, রাজনীতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা রহিয়াছে, শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যবস্থা রহিয়াছে। শিক্ষকের সহিত ছাত্রের এবং ছাত্রের সহিত শিক্ষকের, প্রজার সহিত রাজার এবং রাজার সহিত প্রজার কিরূপ ব্যবহার ও সম্পর্ক হওয়া উচিত তৎসমুদয়ই ইসলামে সুবিস্তৃত শিক্ষা রহিয়াছে। যদি আমরা এই সমুদয় বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে নিজেও কার্য্য করি এবং অপরের মধ্যেও তাহার প্রচলন করি তবে দুনিয়া স্বতঃই ইসলামের বিধানের মর্য্যাদা উপলব্ধি করিবে এবং এক দিন তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে।

* * * *

যদিও ইসলামের শিক্ষার কতিপয় বিষয় গবর্ণমেণ্টের সহিত সংশ্লিষ্ট কিন্তু অধিকাংশ বিধি-বিধানই এরূপ যাহা আমরা সর্ব্বদাই জারি করিতে পারি। খোদাতা'লা আমাদিগকে এরূপ এক গবর্ণমেণ্ট দিয়াছেন যাহা ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক স্বাধীনতা দিয়াছে, এবং অতি অল্প বিষয়েই হস্তক্ষেপ করে। অবশ্য ইসলামী গবর্ণমেণ্টে তদপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা ছিল। ইসলামী গবর্ণমেণ্টে ইহুদী ও খৃষ্টানগণ নিজ নিজ কাজি নিযুক্ত করিয়া নিজ নিজ ধর্ম্ম-বিধান অনুযায়ী ঝগড়া মীমাংসা করিবার অধিকার প্রদত্ত হইয়াছিল; এবং বিচারকের বেতন সরকার হইতে, অর্থাৎ ইসলামী গবর্ণমেণ্ট হইতে দেওয়া হইত। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আমাদের কাজির বেতন না দিলেও নির্দ্দিষ্ট সীমার ভিতর আমাদিগকে কাজি নিয়োজিত করিবার অধিকার দিয়াছে, এবং ইহাও আল্লাহ্‌তা'লার এক 'ফজল'। অতএব আমরা ইচ্ছা করিলে এই স্বাধীনতার সুযোগে ইসলামের শিক্ষার শতকরা নব্বই বা পঁচানব্বই অংশ জারি করিতে পারি।

* * * *

অতএব আমাদের জমাতের উচিত যে, অতি বিবেচনা সহকারে এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে এই :কার্য্যের জন্য দণ্ডায়মান হয়। এরূপ মনে করিও না যে, তোমরা সংখ্যায় অল্প, তোমরা কি করিতে পারিবে। দুনিয়াতে এরূপ বহু ছোট জমাত যাহা প্রথমে অতি নগণ্য বোধ হইত, পরিণামে সমস্ত জগতে বিস্তার লাভ করিয়াছে। বিস্তারের প্রণালী ইহাই যে, প্রথম একজন, তারপর দ্বিতীয় জন, তারপর তৃতীয় জন, এইরূপে আস্তে আস্তে সমস্ত লোক ইহা গ্রহণ করিয়া লয়।

* * * *

রসুল করীম (সাঃ) যখন জগতে ইসলামের শিক্ষা উপস্থিত করিয়াছিলেন তখন কে বলিতে পারিত যে, সমস্ত জগৎ এই শিক্ষার সম্মুখে মস্তক অবনত করিবে? কিন্তু আজত কোটি কোটি লোক এই শিক্ষা মৌখিক ভাবে স্বীকার করে এবং সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া কোটি কোটি লোক এই শিক্ষা কার্য্যতঃ পালন করিয়াছেন। তদ্রূপ হজরত ইসা (সাঃ) মুসা (আঃ) ও হজরত নুহ্‌ (আঃ) যখন নিজ নিজ শিক্ষা জগতের সম্মুখে পেশ করিয়াছিলেন তখন কে বলিতে পারিত যে তাঁহাদের শিক্ষা জগতে বিস্তার লাভ করিবে? কিন্তু পরিণামে তাহা সমস্ত জগতে বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

তদ্রূপ হজরত মসিহ্‌ মাওউদের (আঃ) শিক্ষা সম্বন্ধে লোক মনে করে যে, ইহা সমস্ত জগতে বিস্তার লাভ করিতে পারে না; এবং ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আমরা অল্প,

আমরা গরীব, দুনিয়ার চক্ষে আমরা নগণ্য; কিন্তু আমরা জানি যে, যে জিনিষ আমাদের নিকট আছে তাহা এত উত্তম যে, লোক অধিককাল তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে না। যদি আমরা এই শিক্ষাকে নিজ নিজ জীবনে কার্য্যতঃ পরিণত করি তবে নিশ্চয়ই অন্যান্য লোকও ইহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে।

* * * *

আমাদিগকে আল্লাহ্‌তা'লা এরূপ শিক্ষা দান করিয়াছেন যাহা অপেক্ষা উত্তম শিক্ষা দুনিয়াতে আর নাই, আমাদিগকে আল্লাহ্‌তা'লা এরূপ কেতাব দিয়াছেন যাহা অপেক্ষা উত্তম কেতাব আর নাই। কিন্তু দুনিয়া এই শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণও করে, আবার ঘুরিয়া সেই স্থানেই পৌঁছে যথায় ইসলাম মানব-জাতিকে পৌঁছাইতে চায়। ইসলামের এরূপ কোন বিধান নাই যাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া জগৎ পুনারায় তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য না হইয়াছে।

'তালাকের' ব্যবস্থা

ইউরোপ তালাকের ব্যবস্থার এত নিন্দা করিয়াছিল যে মোসলমানগণ তাহাতে প্রভাবান্বিত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, 'তালাক' ইসলামে 'জায়েজ' নহে, তবে পূর্ব্ব যুগের লোকদের অবস্থায় বাধ্য হইয়া ইহার প্রচলন করা হইয়াছিল। যাহা হউক, আজ ইউরোপবাসী তালাকের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছে এবং আদালতে তালাকের প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত করা হইতেছে এবং আদালত তালাকের আদেশ দিতেছেন।

একাধিক বিবাহ

তদ্রূপ একাধিক বিবাহের ব্যবস্থাকেও ইউরোপ নিন্দা করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু আজকাল ইহার সমর্থনে বড় বড় ইউরোপীয়ান ফিলোসোফার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত করিতেছেন।

সুদের নিষেধাজ্ঞা

তদ্রূপ সুদের নিষেধাজ্ঞারও ইউরোপ এক দীর্ঘকাল যাবৎ প্রতিবাদ করিতেছিল এবং বলিত যে, সুদ ছাড়া তেজারত চলিতে পারে না। কিন্তু আজ সেই ইউরোপেই এরূপ লোক আছেন যাহারা সুদকে আন্তর্জাতিক কলহের মূল কারণ নির্দ্ধারিত করিতেছেন।

সুরাপান

তদ্রূপ সুরাপানের নিষেধাজ্ঞার প্রতিও পাশ্চাত্যজাতিগণ আপত্তি উত্থাপন করিতেছিল; কিন্তু আজ আমেরিকা সুরাপানকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছে, বরং কয়েক বৎসর যাবৎ তাহারা আইন করিয়া সুরাপান ও সুরা বিক্রি নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। আজ ভারতবর্ষেও কংগ্রেস শাসনতন্ত্র সুরাপানের বিরুদ্ধে অত্যন্ত আন্দোলন করিতেছে। অথচ হিন্দু শাস্ত্রে সুরাপানের অনুমতি পাওয়া যায়। তাহারা সুরাপান নিরোধ করিতেছে এবং নিজ ধর্ম্মের উপর 'আমল' করিতেছে না, বরং ইসলামের উপর 'আমল' করিতেছে।

দুনিয়া আজ ইসলামের সমর্থন করিতেছে

দুনিয়া আজ 'তালাকের' আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া, একাধিক বিবাহের অনুমতির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া, সুদের নিন্দাবাদ করিয়া, সুরাপান নিরোধ করিয়া ইসলামের সমর্থন করিতেছে। তোমাদের মধ্যে এবং তাহাদের মধ্যে প্রভেদ মাত্র এই যে, তাহাদের এক এক দল ইসলাম সৌধের এক একটা সামান্য অংশ লইয়া লড়াই করিতেছে, কিন্তু তোমাদের সম্মুখে হেদায়ত এবং সত্যের এক মহা সৌধ রহিয়াছে।

ওলামগণের কর্ত্তব্য

অতএব তোমাদের প্রতি খোদাতালার মহা অনুগ্রহ। খোদাতা'লার এই অনুগ্রহের 'কদর' করিয়া দুনিয়াতে ইহার প্রতিষ্ঠা করা তোমাদের উচিত। এই কার্য্যের জন্য আমাদের ওলামাগণের উচিত যে, তাঁহারা ইসলামের শিক্ষাকে উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করতঃ লোকদিগকে তদুপরি 'আমল' করিবার জন্য অনুপ্রাণিত করেন।...আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমাদের জমাতের বন্ধুগণ যদি বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা বুঝিতে পারে তবে তাহারা অতি আগ্রহের সহিত তদুপরি আমল করিতে অগ্রসর হইবে। পুরুষ, স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে আমল করিবে এবং ফলে জগৎ স্বীকার করিবে যে, ইসলামের শিক্ষা হইতে উত্তম শিক্ষা আর নাই।...আমাদের ওলামাগণের উচিত যে, তাঁহারা ইসলামের সমাজ-নীতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি অধ্যয়ন করেন এবং জমাতের এই কর্ত্তব্য যে, তাহারা এই সব বিষয় বুঝিবার চেষ্টা করেন।

'খোদ্দামুল-আহ্‌মদীয়া' সমিতির কর্ত্তব্য

খোদ্দামুল-আহমদীয়া সমিতি এই উপলক্ষে বহু কাজ করিতে পারে। তাহাদের উচিত যে তাহারা তাহ্‌রিক-জদীদের মোতালেবাসমূহ এবং সেই মোতালেবার মূল নীতিসমূহ উত্তমরূপ উপলব্ধি করতঃ লোক সমক্ষে পেশ করিতে আরম্ভ করে। তদ্রূপ 'ফেকা' সংক্রান্ত নীতিগুলিও তাহাদের উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়া তাহা প্রচার করা উচিত। 'মস্‌লা' কেবল ইহাই নহে যে, 'ওজু' করিবার সময় এত বার হাত ধুইতে হয় ও এত বার কুলি করিতে হয়, বরং ফেকা সংক্রান্ত তত্ত্বগুলি উদ্‌ঘাটন করিয়া লোকের নিকট বর্ণনা করা উচিত। তদ্রূপ ইসলামের অর্থনীতি সংক্রান্ত বিষয়গুলি প্রথম স্বয়ং অধ্যয়ন করিয়া অন্যান্য ধর্ম্মের অর্থনীতি সংক্রান্ত বিধানের উপর ইসলামের বিধান সমূহের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় তাহা চিন্তা করিয়া পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতঃ লোককে তাহা পরিজ্ঞাত করা উচিত।

এইরূপ প্রচেষ্টা যদি তাহারা সমস্ত জমাতকে ইসলামের শিক্ষা সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত করে তবে নিশ্চয়ই জমাতের লোক তদুপরি 'আমল' করিবে। আমার অভিজ্ঞতা এই যে, জমাতের ইমানের অভাব নাই; অভাব কেবল আরবী না জানার দরুণ ইসলামের শিক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞানের আমার বিশ্বাস যদি তাহারা এই সকল বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা জ্ঞাত হয়, তবে শত করা পঁচানব্বই জনই ক্ষতি স্বীকার করিয়া হইলেও ইসলামের শিক্ষার উপর 'আমল' করিতে প্রস্তুত হইবে।

আন্‌সারুল্লাহ সমিতির কর্ত্তব্য

বিভিন্ন স্থানে 'আন্‌সারুল্লাহ্‌' সমিতি কায়েম আছে। তাহাদের কার্য্যও শুধু 'তবলীগ' করা নহে, বরং নিজ জমাতকে ইসলামের শিক্ষা অবগত করানও তাহাদের কার্য্য। হয়ত, কোন কোন বিষয় তাহারা জ্ঞানের স্বল্পতা নিবন্ধন জানিতে না পারে, কিন্তু অন্ততঃ যে সকল বিষয় আমার খোৎবায় বর্ণিত হইয়াছে তাহা জমাতে প্রচার করা তাহাদের কর্ত্তব্য।

স্কুলের হেড্‌ মাষ্টার ও অন্যান্য শিক্ষকের কর্ত্তব্য

স্কুলের হেড্‌ মাষ্টার বা অন্যান্য শিক্ষকেরও উচিত যে, তাহারা নিজ ছাত্রদের মধ্যে সেই 'রুহ' (ভাব) সৃষ্টি করেন যাহা আমি জমাতের সকল বন্ধুগণের হৃদয়ে সৃষ্টি করিতে চাই।

ফলতঃ, যত আঞ্জোমন ও স্কুল আছে ইহারা সকলেই যদি লোককে ইসলামের শিক্ষা সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত করা নিজ কর্ত্তব্যের মধ্যে ধরিয়া লয়, তবে লোক তাহা আগ্রহের সহিত গ্রহণ না করিবার কোন কারণ নাই। স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রিগণকে যদি পুনঃ পুনঃ এই সব কথা বুঝাইয়া বলা হয়, তবে তাহাদের মধ্যে কোন ত্রুটি থাকিয়া গেলেও তাহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ অধিকতর সংশোধিত হইবে।...

অতএব স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষকগণের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা ইসলামের এই শিক্ষা সমূহ এবং তাহার উপকারিতা অনবরত ছাত্রদের সম্মুখে পেশ করেন এবং সভা করিয়া এ সব বিষয়ে ছাত্রদের দ্বারা বক্তৃতা দেওয়ান।...এইরূপে ধর্ম্ম বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হইলে আমাদের ছাত্রগণ যখন স্কুল হইতে শিক্ষা শেষ করিয়া বাহির হইবে তখন তাহারা ইসলামের পতাকাধারী হইবে।

প্রেসিডেন্টগণের কর্ত্তব্য

এইরূপে যদি প্রত্যেক জমাত এবং মহল্লার প্রেসিডেন্টগণ চেষ্টা করেন তবে তাহারাও নিজ নিজ এলাকায় বেশ কাজ করিতে পারেন। 'খোদ্দামুল-আহমদীয়া' সমিতির মেম্বরগণেরও উচিত যে, তাহারা আপন সমিতির মেম্বরগণকে ইসলামের শিক্ষা পরিজ্ঞাত করিবার জন্য একটি প্রোগ্রাম করতঃ এরূপ একটি 'কোর্স' (পাঠ্য) নির্দ্ধারিত করে যাহা পাঠ করার পর তাহারা ইসলামের শিক্ষা সম্বন্ধে অনেকটা জ্ঞাত হইতে পারে এবং পরে তাহাদের দ্বারা বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা প্রদান করায় যেন অন্যান্য লোকগণও তাহাদের জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হইতে পারে। এই পদ্ধতিতে কাজ করিলে তাহারা সেলসেলার বহু 'খেদমত' করিতে পারে।

জমাতের সকলের কর্ত্তব্য

এই কার্য্য কোন ব্যক্তি বিশেষের নয়, বরং সমস্ত জমাতের। সমস্ত জমাত মিলিত ভাবে কাজ না করিলে ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টা দ্বারা কিছুই হইতে পারে না। প্রত্যেক শ্রেণীর লোকেরই নিজ নিজ ক্ষেত্রে কাজ করা উচিত। একদিক দিয়া বালক বালিকাদের তরবীয়ত হওয়া উচিত, একদিক দিয়া যুবকদের তরবীয়ত হওয়া উচিত এবং আর এক দিক দিয়া বয়স্ক লোকদেরও তরবীয়ত হওয়া উচিত। আমি এখন খোৎবায় যে সকল

বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি, তাহার জন্য কেবল আমার খোৎবা-পাঠই যথেষ্ট নহে; বরং খোৎবা প্রকাশিত হইলে পর বিভিন্ন আঞ্জোমনের উচিত যে, এই খোৎবার 'রুহ' (প্রেরণা) গ্রহণ করিয়া লোককে এই 'রুহ্‌' অনুসারে গঠন করিতে আরম্ভ করে। তৎপর ছোট ছোট আঞ্জোমন কাজ করিতে আরম্ভ করে, অতঃপর স্কুল-মাদ্রাসার শিক্ষকগণও তৎপ্রতি জোর দেন, আবার ঘরে পিতামাতাও বুঝাইতে থাকেন। মোট কথা, যে যেখানে আছে সে সেইখানের লোককে এ বিষয় বুঝান আপন কর্ত্তব্য মনে করিয়া লওয়া উচিত।

এইরূপে যখন আমাদের জমাতের সকল লোক কাজ করিতে আরম্ভ করিবে তখন সেই দিন আসিবে যখন ইসলামের শিক্ষা কার্য্যতঃ জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। আরব জাতির জন্য এই কার্য্য অনেকটা সহজ ছিল, কারণ তাহাদের মাতৃভাষা আরবী ছিল এবং কোরান করীমও আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। অতএব শীঘ্র শীঘ্র তাহারা ইসলামের শিক্ষা পরিজ্ঞাত হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের জমাতের অধিকাংশ লোক আরবী জানে না। অতএব আমাদের চেষ্টা করা উচিত যেন আমাদের প্রত্যেকেই কোরান করীমের 'তর্জমা' শিক্ষা করিতে পারে। এই উদ্দেশ্যে যদি 'খোদ্দামুল-আহমদীয়া' সমিতি 'নৈশ বিদ্যালয়' খুলিয়া যাহারা কোরান করীমের তর্জমা জানে না তাহাদিগকে তর্জমা শিক্ষা দেয় তবে এই খেদমতের ফলেই তাহারা খোদাতা'লার 'রেজা' বা সন্তুষ্টি অর্জ্জন করিতে পারিবে।

অতএব আমি জমাতকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, তোমাদের সম্মুখে যে কার্য্য রহিয়াছে তাহা সাধারণ কার্য্য নয়। দুনিয়ার সমস্ত শক্তিকে বিধ্বস্ত করিয়া ইসলামের শিক্ষা সঞ্জীবীত করা তোমাদের কর্ত্তব্য; তোমাদের দুর্ব্বল স্কন্ধে এক মহাভার অর্পণ করা হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত সকল লোক মিলিত ভাবে চেষ্টা না করিবে এবং ইসলামের শিক্ষা-প্রচার কল্পে আমার সহিত সহযোগিতা না করিবে, সে পর্য্যন্ত এই কার্য্য সাধিত হইতে পারে না।

রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন :—

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই বাদশাহ এবং প্রত্যেককে তাহার প্রজা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে। পরিবারের কর্ত্তাও এক জন বাদশাহ, এবং তাহাকে তাহার স্ত্রী ও সন্তানগণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইবে তিনি তাহাদিগকে কতটুক ইসলামের শিক্ষা সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত করিয়াছেন।"

হেড্‌ মাষ্টার তাঁহার স্কুলের বাদশাহ, এবং কেয়ামতের দিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে তিনি তাঁহার প্রজাগণ, অর্থাৎ ছাত্র মণ্ডলীর মধ্যে ইসলামের শিক্ষা প্রচার করিবার জন্য কি চেষ্টা করিয়াছেন। এক জমাতের প্রেসিডেণ্ট জমাতের হাকেম; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে তিনি তাঁহার সহর বা মহল্লায় ইসলামের শিক্ষা জারি করিবার জন্য কি চেষ্টা করিয়াছেন। তদ্রূপ স্বামীও একজন বাদশাহ্‌, এবং তাহার স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি তাহার প্রজা। কেয়ামতের দিন তাঁহাকেও জিজ্ঞাসা করা হইবে তিনি তাঁহার পরিবারের মধ্যে ইসলামের শিক্ষা প্রচলন করিবার জন্য কি চেষ্টা করিয়াছেন। তদ্রূপ মাতাও সন্তানদের বাদশাহ্‌। তাহাকেও জিজ্ঞাসা করা হইবে, তিনি ইসলামের শিক্ষা প্রচারের জন্য কি চেষ্টা করিয়াছেন।

অতএব রসুল করীমের (সাঃ) এই বাণী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও; কারণ, তিনি তোমাদিগকে কেয়ামতের দিন এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন এবং তখন তোমাদিগকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। অতএব এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইবার সময় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তোমরা প্রত্যেকে ইহার জওয়াবের জন্য প্রস্তুত থাক।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব

১৯৩৭—৩৮ ইং

'রাহ্‌মান, রহিম' খোদাতা'লার বিশেষ অনুকম্পায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রকাশিত হইল। বিগত ১৯৩৬—৩৭ ইং সনের তুলনায় এবার প্রত্যেক বিষয়েই অধিকতর চাঁদা আদায় হইয়াছে। الحمد لله।

ইহা উল্লেখযোগ্য যে ১৯৩৭—৩৮ইং সনের বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার পক্ষে 'অসিয়ত' ও মাসিক চাঁদা বাবত মোট ৫২০১৷৵৩ পাইয়ের বজেট ধার্য্য করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে বঙ্গদেশবাসী আহ্‌মদী ভ্রাতাগণের চেষ্টায় নির্দ্ধারিত বজেট অপেক্ষা 'অসিয়ত' ও মাসিক চাঁদা বাবত মং ৪৯৬৶১২ পাই অতিরিক্ত চাঁদা অর্থাৎ মোট ৬৭০৫৶১২ পাই আদায় হইয়াছে। الحمد لله।

(বাৎসরিক আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিস্তারিত হিসাব পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে, ইন্‌শাল্লাহ্‌)।

বিগত ১৯৩৫—৩৬ইং ও ১৯৩৬—৩৭ইং সনের বাৎসরিক হিসাবের তুলনায় ১৯৩৭—৩৮ইং সনের সংক্ষিপ্ত হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) আয়ের হিসাব

বিষয়	১৯৩৫ সনের আগষ্ট হইতে ১৯৩৬ সনের এপ্রিল পর্য্যন্ত	১৯৩৬-৩৭ ইং	১৯৩৭-৩৮ ইং
(ক) সাধারণ বিভাগ :—			
(১) অসিয়ত	১৩৭২৷৹	১৯২৪৵৬ পাই	৪৪৫৪৶৩ পাই
(২) মাসিক চাঁদা, জাকাত, এশায়াত ইসলাম ও সদ্‌কা ইত্যাদি	৯৯২৸৯ পাই	১৭৭২৸৵৯ পাই	২৪১১৷৶১২ পাই
(খ) বিশেষ বিভাগ :—			
তাহ্‌রীকে জদীদ, কাশ্মির ফাণ্ড, ইত্যাদি	৭৮১৷৷৬ পাই	১৫৭১৸৵৩ পাই	১৬০০৷৷৵৬ পাই
(গ) স্থানীয় আয় বিভাগ :—	৬০৪৷৷৵৬ পাই	১৫১৮৵৬ পাই	১৩৯২৸৵১২ পাই
মোট—	৩৭৫১৵৯ পাই	৬৭৮৭৲ টাকা	৯৮৫৯৶৹ আনা
১৯৩৬—৩৭ ইং সনের বক্রী তহবিল :—	...	...	৬৯৯৵১২ পাই
সর্ব্বমোট আয়	...	... ...	১০৫৫৮৷৵১২ পাই
১৯৩৭—৩৮ ইং সনের মোট খরচ :—	...	... ...	১০১০৭৫৪২ পাই
বক্রী মোট তহবিল :—	...	...	৪৫১৷৯ পাই

(মোট :—চারি শত এক পঞ্চাশ টাকা, চারি আনা, নয় পাই মাত্র।)

(২) ব্যয়ের হিসাব

বিষয়	১৯৩৫ সনের আগষ্ট হইতে ১৯৩৬ সনের এপ্রিল পর্য্যন্ত	১৯৩৬-৩৭ ইং	১৯৩৭-৩৮ ইং
(ক) সদর আঞ্জোমনে প্রেরিত মোট চাঁদা :—	২০৬৯৷৵৩ পাই	৩২৩০৷৹ আনা	৬৫৭৮৷৶৹ আনা
(খ) স্থানীয় মোট ব্যয় :—	১৩৬৯৷৵৭২ পাই	৩২৫১৷৷৵৹ আনা	৩৫২৮৷৷৵৪২ পাই
সর্ব্ব মোট ব্যয় :—	৩৪৩৮৷৷৵১০২ পাই	৬৪৮১৸৵৹ আনা	১০১০৭৫৪২ পাই

মোজাফর উদ্দিন চৌধুরী,
জেনারেল সেক্রেটারী, বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ।

বাঙ্গালার আহ্‌মদী মহিলাগণের খেদমতে নিবেদন

আমি অনেক দিন হইতে আগ্রহ পোষণ করিয়া আসিতেছি যে, আমার বাঙ্গালার ভগিনিগণ 'মিস্‌বাহ' পত্রিকার গ্রাহিকা হউন। এই পত্রিকা লওয়া প্রত্যেক আহমদী নারীর বিশেষ প্রয়োজন। প্রত্যেককে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিবার আমার শক্তি নাই; তাই আজ আহমদী পত্রিকার শরণাপন্ন হইয়াছি।

আমি জানি আমার বাঙ্গালী এরূপ অনেক ভগীনি আছেন, যাঁহারা উর্দ্দু জানেন, অথচ তাঁহারা 'মিস্‌বাহ' না লইয়া অন্যান্য মাসিক পত্রিকা লইয়া থাকেন। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, আজ অনেক বছর হইতে 'মিস্‌বাহ' পত্রিকা বাহির হইতেছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত আমার বাঙ্গালী ভগ্নিগণ অতি অল্পই ইহার গ্রাহিকা হইয়াছেন।

এই মাসিক পত্রিকাখানা কাদিয়ানের আহমদী মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। তাহাতে হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) উপদেশ, নানাবিধ প্রবন্ধাদি, হাদিস ও কোরাণের তফসির যাহা হজরত খলিফাতুল মসিহ প্রত্যেক শনিবারে মেয়েদের মধ্য দিয়া থাকেন, বিবিধ সংবাদ, ঘরকন্না, সেলাই শিক্ষা ও ফুলতোলা ইত্যাদি অতি মূল্যবান বিষয়াদি থাকে। এতদ্ব্যতীত দু'একটা উপকথাও বাহির হইয়া থাকে। বাৎসরিক চাঁদা মাত্র ২৷৷০ টাকা।

বর্ত্তমানে হজরত খলিফাতুল মসিহ্‌ বালিকা হাই-স্কুলের সাথে মেয়েদের একটি দিনীয়াত ক্লাস খুলিয়াছেন। এই ক্লাসে বিশেষ ভাবে হজরত মসিহ মাওউদের পুস্তকাদি, হাদিস, কোরাণ, উর্দ্দু, আরবি, ইংরাজি, হোম নার্সিং, চরকা কাটা, যাঁতা পিষা ও জালবুনা ইত্যাদি বিষয় শিখান হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক সপ্তাহে মহিলা সমিতিতে দিনীয়াতের ক্লাসের মেয়েরা বক্তৃতা দিয়া থাকেন। তিন বৎসর এই ক্লাসে পড়িতে হয়। তৃতীয় বৎসর বাহির হইতে মোবাল্লেগীন ক্লাসের প্রশ্নাদি আসিয়া থাকে। তাহারই পরীক্ষা দিতে হয়। মোট কথা এই ক্লাসে ধর্ম্ম প্রচারিকা ও ধর্ম্ম সেবিকা হইতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই ক্লাসে বর্ত্তমানে মোট ৪০টি বালিকা শিক্ষা পাইতেছে। এই ছাত্রীবৃন্দ মিসবাহ্‌ পত্রিকার সেবার ভার লইয়াছেন, ও আপ্রাণ ইহার উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার তাহারা মিসবার সমিতি করিয়া থাকেন। আমিও এই দীনিয়াত ক্লাসের একটি ছাত্রী। বাঙ্গালার ভগ্নিগণের মধ্যে ইহার প্রচার ও প্রসারের চেষ্টা করিবার জন্য আমি অধমের উপর ভার পড়িয়াছে। তাই আমি আমার বাঙ্গালী ভগ্নিদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন এই পত্রিকার গ্রাহিকা হইয়া সওয়াব হাসেল করেন।

প্রিয়া ভগ্নিগণ! স্মরণ রাখিবেন, আহমদী হিসাবে আমাদের দায়িত্ব অনেক অধিক। কেবল যে আমাদের নিজেদের এবং নিজ সন্তানের এস্‌লাহর বা সংশোধনের ভারই আমাদের উপর ন্যস্ত তাহা নহে, জগৎ-সংস্কারের কার্য্যেও পুরুষদিগকে আমাদের যথোচিত সাহায্য করিতে হইবে। আমাদের পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকেও জগতে ইস্‌লাম প্রচারের জন্য কোরবাণী করিতে হইবে। জগৎ-সংস্কার বা ইসলাম-প্রচারের কার্য্যে পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে নারীদেরও কর্ত্তব্য আছে।

এই কর্ত্তব্য সাধনের পথে এই মিসবাহ্‌ পত্রিকাখানা আমাদের উত্তম সহায়। কারণ ইহা পাঠে ইস্‌লাম ও আহমদীয়ত সম্বন্ধে আমরা অনেক জ্ঞান লাভ করিতে এবং সন্তান সন্ততির 'তরবীয়ত' বা শিক্ষা সম্বন্ধেও অনেক তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারি। এতদ্ব্যতীত পারিবারিক জীবন, গৃহ কর্ম্ম ইত্যাদি বিষয়েও অতি মূল্যবান উপদেশাদি ইহাতে থাকে। ইহার উর্দ্দু অতি সোজা, পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়; চাঁদাও অতি অল্প—আড়াই টাকা মাত্র। মাসিক পকেট খরচ বা বাজার খরচ হইতে কিছু কিছু করিয়া বাঁচাইয়া নিলে অনায়াসেই ইহার গ্রাহিকা হওয়া যায়। এই সামান্য কোরবাণীটুক যদি আমরা করিতে না পারি তবে ইসলাম ও আহমদীয়ত আজ আমাদিগ হইতে কি আশা করিতে পারে? এ সম্বন্ধে আমার অধিক বলিবার কিছু নাই। আশা করি বাঙ্গালীর প্রত্যেক সঙ্গতিশীল ভগ্নিই ইহার গ্রাহিকা হইয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

যাঁহারা গ্রাহিকা হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা নিজ নিজ ঠিকানা উল্লেখ করিয়া নিম্ন ঠিকানায়আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

রাহমান রহিম খোদাতা'লার নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদিগকে সাহায্য করেন এবং পুণ্য কার্য্য করিবার তৌফিক দেন। সর্ব্বশেষে দোয়া চাই—

লোক চক্ষে যেন ইহা না হয় হীন,
আমিন আমিন, খোদা, সুম্মা আমীন।

বিনীতা—আমেনা।

জগৎ আমাদের

বিদেশীয় সংবাদ

লণ্ডন—লণ্ডনের অন্যতম মিশনারী জনাব মৌলনা জালুদ্দীন শামস্ সাহেব, মৌলবী ফাজেল, জানাইয়াছেন যে, গত মে মাসে তিনি নিম্নলিখিত সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তিগণকে চিঠি পত্র দ্বারা এবং সেলসেলারসম্পার্কীত পুস্তকাদি সরবরাহ করিয়া তবলীগ করিয়াছেন। মিষ্টার ডব্লিড, আর, উইন্‌সর কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির জনৈক ছাত্রী মিস্ মেথিও; মিষ্টার রেণ্ডল, মিষ্টার ইরোইন আর, উইলসন এবং ডাবি নিবাসী জনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি—মিষ্টার এইচ, ওয়ালকার। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া তবলীগ করিয়াছেন। মিস কিথলিন, প্রভিন্সিয়েল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার—মিষ্টার এম, সি, বেলি ইটালীর সংবাদপত্রের প্রতিনিধি—মিষ্টার ই, এপ্রন।

এতদ্ব্যতীত মিষ্টার গ্রেগরি, মিষ্টার আর, সেডউইন সপরিবারে এবং তুরস্কের জনৈক সম্ভ্রান্ত মহিলা লণ্ডন মসজিদ দেখিতে আসিলে তাঁহাদিগকে ইসলাম ও আহমদীয়া সেলসেলার বিষয়ে তবলীগ করেন। মিষ্টার মেকেঞ্জি নামক জনৈক রোমান কেথলিককে চা-পানের নিমন্ত্রন করিয়া তাহার সহিত ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা করেন এবং তাহাকে পাঠ করিবার জন্য সেলসেলার পুস্তকাদি প্রদান করেন। আলোচ্য মাসে, তবলীগের উদ্দেশে মিষ্টার সার্প নামক জনৈক বনিকের দোকানে গমন করেন। তথায় সেই বনিক, তাহার স্ত্রী এবং আরো কতিপয় লোক উপস্থিত ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তাহাদিগকে তবলীগ করেন। রোটরি ক্লাবে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে ক্লাবের জনৈক মেম্বর বলেন, 'আমি মিসরেও গিয়াছি, সিনোসিদের সঙ্গেও দেখা করিয়াছি, কিন্তু ইসলাম সম্বন্ধে এরূপ কথা আমি আর কোথাও শুনি নাই। মাননীয় দরদ সাহেবও দুইটি ক্লাবে ইসলাম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

আলোচ্য মাসে জনৈক ভারতবাসীর ইংরাজ স্ত্রী—মিসেস ইউসোফ সেনসেলার দাখেল হইয়াছেন, বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে 'এস্তেকামাত' দান করেন।

আফ্রিকা—মৌলবী নজীর আহমদ সাহেব সিয়েরালিউন হইতে জানাইয়াছেন যে, বিগত এপ্রিল মাসে জনৈক আহমদী ভ্রাতার বাড়ীতে—'বিশ্বজনীন ধর্ম্মের আবশ্যকতা', 'কোরান করীমের দশটি আদেশ, 'কোরান করীম ও পরকাল' এবং 'কোরান করীমের সত্যতা'—এই চারিটি বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত ফ্রি-টাউনের 'উইলডারফোস মেমরীয়েল হলে'—'হজরত রসুল করীমের (সাঃ) জীবনী' ধনিক ও শ্রমিকের বিবাদ সম্বন্ধে হজরত রসুল করীমের (সাঃ) শিক্ষা' এবং 'হজরত রসুল করীমের (সাঃ) কৃতকার্য্যতা'—এই তিন বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন।

খোদাতা'লার ফজলে তথায় আলোচ্য মাসে দুই জন আহমদী হইয়াছেন। আল্‌হামদুলিল্লাহ।

আমেরিকা—আমেরিকার সংবাদ পত্র 'সিউকস সিটি জার্‌নেল' ৭ জুন, ১৯৩৮, তারিখের ইস্যুতে প্রকাশ—সিকাগোর মোসলেম ব্রাদারহুড্ পাব্‌লিক লাইব্রেরীতে এক মিটিংএর আয়োজন করেন। উক্ত মিটিংএ সুফি এম, আর বেঙ্গলী 'জগতের সমস্যা ও সমাধান' সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন এবং তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে শ্রোতৃবর্গ অত্যন্ত আপ্যায়িত হইয়াছেন। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহতা'লা আমাদের প্রচারক ভ্রাতার 'তবলীগ' কার্য্যের সুযোগ বৃদ্ধি করিয়া দেন। —আমীন।

দেশীয় সংবাদ

কাদীয়ান শরীফ—হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানি (আইঃ) অসুস্থ আছেন। বন্ধুগণ তাঁহার স্বাস্থ্যের জন্য দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে পূর্ণ স্বাস্থ্য দান করেন।

হজরত উম্মোন-মোমেনীন (মদঃ) ইদানিং জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। বন্ধুগণ তাঁহার আরোগ্যের জন্য দোয়া করিবেন।

হজরত আমীরুল মোমেনীনের (আইঃ) দ্বিতীয় পুত্র সাহেবজাদা মির্জা মোবারক আহ্‌মদ সাহেব আরবী সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য মিসর গমন করিয়াছেন। বন্ধুগণ তাঁহার কামইয়াবীর জন্য দোয়া করিবেন।

প্রাদেশিক আমীর—বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার আমীর খান বাহাদুর মৌলবী আবুল হাসেম খান চৌধুরী এম-এ, বি-টি মহোদয় বর্ত্তমানে বাগুড়া আছেন। ইন্‌শা-আল্লাহ, ১৬ই জুলাই তিনি ঢাকায় পৌছিবেন।

জেনারেল সেক্রেটারী—বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী মৌলবী মোজফর উদ্দীন চৌধুরী সাহেব বি-এ . আগামী ২০শে জুলাই হইতে এক মাসের ছুটীতে যাইতেছেন। এই ছুটীর সময় নিম্নলিখিত ঠিকানায় তাহার সহিত চিঠিপত্র লিখা যাইতে পারে :—

মৌলবী মোজাফর উদ্দীন চৌধুরী, বি এ
আহ্‌মদীয়া মোস্‌লেম মিশনারী,
গ্রাম—দেবগ্রাম,
পোঃ, আঃ—আখাউড়া
জিলা—ত্রিপুরা।

মোবাল্লেগীন—সদর আঞ্জোমনে আহমদীয়ার মোবাল্লেগ—মৌলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব ও প্রাদেশিক আঞ্জোমান আহমদীয়ার মোবাল্লেগ ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় এবং মৌলবী আজীজুদ্দীন সাহেব ভরতপুর (জিঃ—মুর্শিদাবাদ) গিয়াছেন।

প্রাদেশিক আঞ্জোমনের অন্যতম মোবাল্লেগ মৌলবী মোহাম্মদ সাঈদ সাহেব বর্ত্তমানে কৃষ্ণনগরে তবলীগ কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। বন্ধুগণ তাঁহাদের কামইয়াবীর জন্য দোয়া করিবেন।

প্রাপ্তি সংবাদ—২৮শে জুন হইতে ১৪ই জুলাই পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত বন্ধু হইতে আহমদীর চাঁদা পাওয়া গিয়াছে। মৌলবী গোলাম মোস্তাফা সাহেব, মোক্তার, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা।

ভাদুঘর আহ্‌মদীয়া কন্‌ফারেন্স ও তাহরীক জদীদের জলসা—ভাদুঘর আঞ্জোমন আহমদীয়ার সেক্রেটারী মুন্সী রোকন উদ্দীন ভূঞা সাহেব জানাইয়াছেন যে, খোদাতা'লার ফজলে ভাদুঘর আঞ্জোমনে আহমদীয়ার ১৯শ বার্ষিক জলসা ৩রা জুলাই তারিখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জোমনে আহমদীয়ার আমীর মৌলবী গোলাম ছমদানী খাদিম সাহেব বি-এ, বি-এল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভায় মৌলবী আউসাফ আলী সাহেব উকীল, মৌলবী হায়দর আলী সাহেব, মৌলবী আজীজুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব মোবাল্লেগ, মৌলবী আহমদ আলী সাহেব প্রেসিডেন্ট আঞ্জোমনে আহমদীয়া তরুয়া, মৌলবী ছৈয়দ সাঈদ আহ্‌মদ সাহেব ও মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেব বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রত্যেক বক্তার বক্তৃতাই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সানির আদেশানুযায়ী তথায় তাহরিক জদীদের তিনটি সভা করা হইয়াছে। ১লা জুলাই স্ত্রীলোকদের, ২রা জুলাই বালক-বালিকাদের এবং ৩রা জুলাই পুরুষদের সভা করিয়া মৌলবী আজীজুদ্দীন সাহেব তাহরিক জদীদের ১৯টি মোতালেবা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহতা'লা তাঁহাদের এইরূপ প্রচেষ্টা মোবারক ও ফলপ্রদ করেন।

'মহা-নবী হজরত মোহাম্মদ'

মূল্য প্রতি কপি	... ...	দুই পয়সা
একত্রে ৫০ ,,	... ...	এক টাকা
,, ২৫০ ,,	... ...	চারি টাকা
,, ৫০০ ,,	... ...	আট টাকা
অগ্রিম	... ...	দেয়।

প্রাপ্তিস্থান :—
ম্যানেজার, আহমদীয়া কার্য্যালয়
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

The Sun-Rise

An Organ of Muslim Religious, Social and Political Thought.

Annual Subscription :—Rs. 4/-

Special Concession Price for the Non-Muslims & Non-Ahmadees of Bengal.

For one year—Rs. 1/8/-

—To be paid in Advance—

Apply to the Manager, **15, Bakshi Bazar Road, Dacca.**

মোস্‌লেম সান্‌-রাইজ ! মোস্‌লেম সান্‌-রাইজ !!

সম্পাদক—

আমাদের সুযোগ্য ভ্রাতা সুফী মুতিউর রাহ্‌মান সাহেব বাঙ্গালী এম, এ,

আহ্‌মদীয়া মিশনারী, আমেরিকা

বর্ত্তমান সংখ্যা

বিবিধ প্রবন্ধে সুসজ্জিত

পড়ুন ! পড়ুন !! পড়ুন !!!

ত্রৈমাসিক বাৎসরিক চাঁদা তিন টাকা মাত্র।

প্রকৃত ইস্‌লাম বা আহ্‌মদীয়তের আকায়েদ (ধর্ম্ম-বিশ্বাস)

১। আল্লাহ্‌ অদ্বিতীয়। কেহ তাহার গুণে, সত্তায়, নামে ও পূজায় বা এবাদতে অংশী বা সমকক্ষ নয় এবং কখনও হইতে পারে না।

২। ফেরেস্তা বা স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব আছে।

৩। আল্লাহ্‌তায়ালা অনির্দ্দিষ্ট কাল হইতে মানব সমাজকে সৎপথ-প্রদর্শন-জন্য সর্ব্বদেশে এবং সমগ্র জাতিতে নবী বা অবতার প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। পবিত্র কোরান শরীফে উল্লিখিত প্রত্যেক নবী বা অবতারের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি এবং অনুল্লিখিত অবশিষ্ট সকল নবীকে সাধারণভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি।

৪। খোদাতায়ালার কেতাব কোরান শরীফ আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ। হজরত মোহাম্মদই (সাঃ) আমাদের নবী এবং তিনি 'খাতামান্‌-নবীয়ীন' বা নবিগণের মোহর।

৫। 'অহি' বা ঐশীবাণীর দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। আল্লাহ্‌তায়ালার কোনও গুণ বা 'ছিফাত' কখনও অকর্ম্মণ্য বা বিলুপ্ত হয় না। যেরূপ তিনি অতীতে তাঁহার পবিত্র ভক্ত দাসবৃন্দের সহিত বাক্যালাপ করিতেন এখনও তদ্রূপ করিতেছেন এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও করিতে থাকিবেন।

৬। এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে 'একীন্‌' বা বিশ্বাস রাখি যে, কোরান শরীফে বর্ণিত 'তক্‌দীর' বা খোদাতায়ালার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অলঙ্ঘনীয়; এবং আমাদের ইহাও বিশ্বাস যে, আল্লাহ্‌তায়ালা মানবের দোয়া বা প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং প্রার্থনাবলে মহৎ কার্য্যসমূহ সাধিত হইয়া থাকে।

৭। মৃত্যুর পর মানবের পুনরুত্থান হইবে তাহা আমরা বিশ্বাস করি, এবং কোরান ও হাদিস শরীফে বর্ণিত বেহেস্ত ও দুজখের (স্বর্গ ও নরক) প্রতিও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি, এবং ইহাও আমাদের বিশ্বাস যে, পুনরুত্থানের দিবস হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বাসীদিগের জন্য 'শাফায়াত' করিবেন।

৮। ইহাও আমাদের ঈমান যে, যে ব্যক্তির আগমন সম্বন্ধে অতীতের নবিগণ বিভিন্ন নামে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন এবং যাহার বিষয় কোরান শরীফে ——— ——— "তিনিই আল্লাহ্‌, যিনি মক্কাবাসীদের মধ্যে নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন .....এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা এখনও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই"— হজরত মোহম্মদের (সাঃ) জগতে দ্বিতীয় আগমন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাঁহাকে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং 'নবী ইসা মসিহ্‌' এবং 'মাহ্‌দি' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তিনি কাদিয়ান নিবাসী হজরত মির্জা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) বই অন্য কেহই নহেন।

৯। এ বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি যে, কোরান শরীফ পূর্ণ এবং চরম ধর্ম্মশাস্ত্র। অতঃপর কেয়ামত বা পুনরুত্থান দিবস পর্য্যন্ত আর কোন নূতন শাস্ত্রের আবশ্যক হইবে না। আমাদের ঈমান এই যে, হজরত মোহম্মদ (সাঃ) একাধারে সকল নবীদিগের সকল গুণে বিভূষিত ছিলেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির পক্ষে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আসন পাওয়া দূরের কথা এমন কি সত্য বিশ্বাসী হওয়াও সম্ভবপর নহে। আমরা এ কথা একেবারেই বিশ্বাস করি না যে, কোন সময়ে কোন পূর্ব্ব কালীন নবী পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবেন। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, হজরত মোহম্মদের (সাঃ) উম্মত বা অনুবর্ত্তিগণ হইতেই অতীব শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন সংস্কারকগণের আবির্ভাব সর্ব্বদা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এমন কি হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির অনুকম্পায় মানবের পক্ষে নবী বা অবতারের পদও লাভ করা সম্ভব; কিন্তু কোন নবী বা অবতার কোন নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে বা হজরত মোহম্মদের (সাঃ) অনুসরণ ব্যতিরেকে আবির্ভূত হইতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) পূর্ণ নবুয়তের অবমাননা করা হয়। ইহাই 'নবীদের মোহর' বাক্যের প্রকৃত অর্থ এবং এই অর্থই হজরত রসুল করিমের (সাঃ) দুইটী পরস্পর বিপরীত বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে :—যথা, তিনি একস্থানে বলিয়াছেন যে, 'আমার 'বাদে' নবী নাই' এবং আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, 'আমার পরে মসিহ্‌ আসিবেন যিনি খোদাতালার নবী হইবেন।' ইহা হইতেই পরিস্কাররূপে বুঝা যায় যে, হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, তাঁহার পরে তাঁহার উম্মতের বাহির হইতে নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে কোন নবী আসিবেন না। এতদনুসারে ইহাই আমাদের বিশ্বাস যে, প্রতিশ্রুত মসিহ এই উম্মত হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সেই অবস্থায় নবুয়তের পদও লাভ করিয়াছেন।

১০। আমরা নবীদের 'মোজেজা' বা অলৌকিক লীলাসমূহে বিশ্বাস করি। কোরান শরীফের ভাষায় ইহাকেই 'আয়াতুল্লাহ্‌' বা আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শন বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে আমরা পূর্ণ ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা নিজ মাহাত্য জ্ঞাপন করিবার জন্য এবং নবীদিগের সত্যতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এরূপ "আয়াত" বা নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন যাহা মানব ক্ষমতার সম্পূর্ণ বহির্ভূত।

আহমদীর নিয়মাবলী

১। বৎসরের যখনই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তাঁহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ গ্রহণ করিতে হইবে।

২। ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রচার কার্য্যের জন্য আবশ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আহমদীর প্রত্যেক সংখ্যায় এক একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এই প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি থাকিবে না। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য এক পৃষ্ঠা আন্দাজ কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করা হইবে।

৫। যাবতীয় প্রবন্ধ 'সম্পাদক', আহমদী, ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। 'আহ্‌মদীর' বাৎসরিক চাঁদা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী কার্য্যালয়,'
১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা,
(বেঙ্গল)

বহুমূত্রের মহৌষধ

মহাপুরুষ প্রদত্ত গভর্ণমেণ্ট ডাক্তার
দ্বারা প্রশংসিত
শ্রীদ্বিজেশচন্দ্র সেনগুপ্ত,
বামাকুটীর, পোঃ ব্রাহ্মনবাড়িয়া (এ-বি-আর)

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা	মাসিক	১২৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	"	৭৲
" সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম	"	৪৲
সিকি কলম	"	২৷৷০
কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ	পৃষ্ঠা মাসিক	২০৲
" " " অর্দ্ধ	" "	১২৲
" " ৩য় পূর্ণ	" "	২০৲
" " " অর্দ্ধ	" "	১২৲
" " ৪র্থ পূর্ণ	" "	৩০৲
" " " অর্দ্ধ	" "	১৫৲

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। আহ্‌মদীর বিজ্ঞাপন সাধারণতঃ শ্বল পাইকা অক্ষরে ছাপা হয়। ২। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে উহা ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই। ৩। যে মাসে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে তাহার পূর্ব্বমাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের আফিসে পৌঁছান চাই। ৪। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখ মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। ৫। অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ৬। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

আহমদীয়া মতবাদ সংক্রান্ত কতিপয় পুস্তক

নাম	মূল্য
Extracts from the Holy Quran	12 *as.*
Ahmed, His Claims and Teachingy ...	8 *as.*
The Teachings of Islam	4 *as.*
Islam and its Comparison with other religions	12 *as.*
(Paper bound ...	8 *as.*)
The Imam of the Age ...	1 *a.*
Vindication of the Holy Prophet ...	2 *as*
The Future Religion of the World ...	2 *as.*
The Message from Heaven	1 *a.*
ধর্ম্ম সমন্বয় ...	।০
আহমদীয়া মতবাদ ...	।০
ইমামুজ্জমান ...	৵০
আহমদ চরিত ...	।০
চশ্‌মায়ে মসিহ ...	।০
জজ্‌বাতুল হক (উর্দ্দু) ...	।০
হজরত ইমাম মাহদীর আহ্বান ...	৵০
প্রীতি-সম্ভাষণ ...	৶০
অস্পৃশ্যজাতি ও ইস্‌লাম ...	৲১৫
তহকীক-উদ্দীন ...	৲১০
তিনিই আমাদের কৃষ্ণ ...	৲৫
আমালেসালেহ্‌ (উর্দ্দু) ...	৸০

দ্রষ্টব্য—এজেণ্টের জন্য শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন দেওয়া যাইবে।

প্রাপ্তিস্থান—
ম্যানেজার—আহ্‌মদীয়া লাইব্রেরী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published by Abdur Rahman Khan, B. A. from the Wari Printing Works, Wari Dacca. (Bengal).